NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

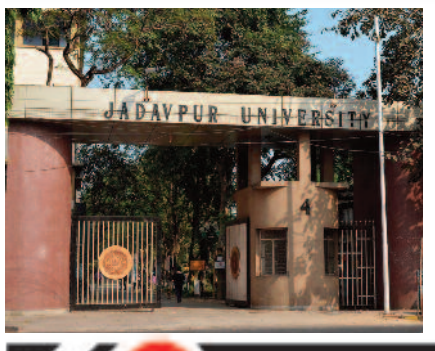

৩ একাধিক দাবিতে যাদবপুরের উপাচার্যের ঘরে তালা ঝোলালো পড়ুয়ারা

লগ্নির নামে প্রতারণা করার অভিযোগে কলকাতায় ধৃত এক ৩

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.02.2025, Vol.18, Issue No. 252, 8 Pages, Price 3.00

প্রতুল-স্মরণেই ‘অমর একুশে’ মঞ্চে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন বাংলা গানের অন্যতম কাণ্ডারি সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের অন্যান্য বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণায় বেশিরভাগটাই ছিল প্রতুলময়।

এদিন বিকেলে দেশপ্রিয় পার্কের ‘অমর একুশে’ মঞ্চে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ছবি রেখে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টরা। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন খোদ মমতা বন্দোপাধ্যায়। সদ্য কাছের মানুষ হারানো প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে পরম মমতায় কাছে টেনে নেন। জড়িয়ে ধরে ভরসা জোগান, যে সর্বদা পাশে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো কণ্ঠ গেয়ে উঠল, ‘আমি বাংলায় গান গাই’।

মাটির কাঁচা গন্ধ মেখে বড় হয়েছেন বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষাকে তিনি যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, সম্মান দেন তা অনেক দফায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার লেখা কবিতাও বাংলার মাটিকে ভালবেসেই লেখা। ক্ষমতায় আসার পর দেশপ্রিয় পার্কে অমর একুশে শহিদ বেদি তৈরি করেন তিনি। সেখানেই প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে থাকে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে তাতে যোগ দেন বাংলার বিশিষ্ট গুণীজনরা। এবছরও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভাষা শহিদের মূল স্থান বাংলাদেশে এবছর ভাষা দিবস পালিত হয়েছে কার্যত নম নম ... করে।

শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার পর মমতা বলেন, ‘প্রতুলদা তো চলে গেলেন, সঙ্গে আমি ‘বাংলায় গান গাই’ গানটাও নিয়ে চলে গেলেন। মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা আগে আমি তাঁকে দেখে এসেছিলাম। উনি তার আগে কোনও সাড়া দিচ্ছিলেন না। আমি গেলাম আইটিইউ-তে। ডাকলাম, ‘প্রতুলদা, আমি মমতা।’ আমি বললাম, ‘আপনাকে তো গাইতে হবে, সুস্থ হতে হবে। উনি হাত দুটো বাড়িয়ে ইশারায় বোঝালেন, গান আর গাইতে পারব না।’ তবু আমার আশা ছিল প্রতুলদা সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে থেকে গিয়েছেন।’

উল্লেখ্য, রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর দেশপ্রিয় পার্কে অমর একুশে শহিদ বেদি তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে থাকে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে তাতে যোগ দেন বাংলার বিশিষ্ট গুণীজনরা। এবছরও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভাষা শহিদের মূল স্থান বাংলাদেশে এবছর ভাষা দিবস পালিত হয়েছে কার্যত নম নম করে। বদলের হাওয়ায় ইউনুসের বাংলাদেশ অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে। তারই একটা, নজিরবিহীনভাবে এবারের ভাষা শহিদ দিবসে ইউনুসের অনুপস্থিতি।

কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এবছর বাংলায় ভালোভাবেই উদযাপন করা হল ভাষা দিবস। সেখানে সদ্যপ্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হল।

নমুনা সংগ্রহে ট্যাংরার দে বাড়ি ঘুরে দেখল ফরেন্সিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুচ্ছ গুচ্ছ সিসি ক্যামেরা। কিন্তু পুলিশের কোনও কাজে লাগছে না সেগুলি। ইচ্ছা করেই কি সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল? শুক্রবার ট্যাংরার অটল শূর রোডের বাড়িতে গিয়েছে ফরেন্সিক মেডিসিন দল। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ হাতে পাননি তদন্তকারীরা। মনে করা হচ্ছে, ক্যামেরাগুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। বিশেষ পাসওয়ার্ড দিয়ে দে বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এখনও তদন্তকারীরা তা দেখতে পাননি।

বৃহস্পতিবার দে পরিবারের তিন সদস্যের ময়নাতদন্ত করেছিল যে বিশেষজ্ঞ দল, তারাই শুক্রবার ট্যাংরার বাড়িটি পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্তের সময়ে ওই ফরেন্সিক মেডিসিনের সদস্যদের কিছু খটকা লেগেছিল। সে সব বিষয়ে নিশ্চিত হতে এসেছিলেন তাঁরা।

ট্যাংরায় চারতলা বাড়ি প্রণয় এবং প্রসূনের। বাড়িটি আগাগোড়া সিসিটিভি দিয়ে মোড়া। বাইরে থেকেই ছয় থেকে সাতটি সিসি ক্যামেরা চোখে পড়ে। বাড়ির ভিতরেও আরও কিছু ক্যামেরা রয়েছে। সব মিলিয়ে সিসিটিভির সংখ্যা প্রায় ২০। সোমবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে ওই বাড়িতে ঠিক কী কী ঘটেছিল, তা জানতে এই ক্যামেরাগুলির ফুটেজ কাজে লাগতে পারত। কিন্তু পুলিশ এখনও কোনও ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে পায়নি। একসঙ্গে সব সিসিটিভি খারাপ হয়ে থাকবে, তা হতে পারে না। ফলে কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন, মনে করছে পুলিশ। তাদের অনুমান, দুই ভাইয়ের মধ্যে কেউ এই কাজ করে থাকবেন। বাড়ির অন্য কেউ ক্যামেরাগুলি বন্ধ করেছেন কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনওভাবে ফুটেজ সংগ্রহ করা যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে।

এদিকে গোটা ঘটনার নেপথ্যে ঋণ বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান তদন্তকারীদের। কিন্তু এত বড় ব্যবসার মালিক কীভাবে দেনায় জর্জরিত হলেন তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে তদন্তে যা জানা যাচ্ছে তাতে ব্যবসায় লোকসান বাড়তে থাকলেও সর্তক হননি দে পরিবারের দুই ছেলে। বরং দুহাতে খরচ করেছেন। গতবছর দুটি বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিয়েছেন স্ত্রীদের। ঘুরে দাঁড়ানোর পরিস্থিতি নেই বুঝেও বারবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন ঋণের টাকায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ট্যাংরা কাণ্ডের শুরুতেই জানা গিয়েছিল, দে পরিবার অত্যন্ত ধনী ছিলেন। একাধিক ব্যবসা, প্রাসাদোপম বাড়ি, কী ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর নেপথ্যে কারণ হিসেবে ঋণের বোঝা উঠে আসতেই একাধিক প্রশ্ন দানা বাঁধে তদন্তকারীদের মনে। তাতেই জানা গিয়েছে, প্রসূন ও প্রণয়ের বাবার আমলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল চামড়ার ব্যবসা। পরবর্তীতে তা দুই ভাইয়ের হাতে আসে। তারপর থেকেই দেখা দেয় মন্দা। ব্যবসায় লাভ কমতে থাকে। দিনে দিনে বাড়তে থাকে লোকসানের পরিমাণ। তা সত্ত্বেও জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন করেননি প্রসূন ও প্রণয়। একটা সময়ের পর ঋণের টাকায় শখ পূরণ করেছেন। গতবছর দুইভাই স্ত্রীদের জন্য দুটি ফরচুনার গাড়ি কিনেছেন। বহুবার বিদেশেও গিয়েছেন। তার জেরেই একটা সময়ে দেনায় আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন দুইভাই।

এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে পাওনাদারের চাপ। সামনেই মার্চ মাস ফলে ব্যাঙ্কের চাপও ছিল। সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। যার পরিণতি হয় ভয়ংকর। উল্লেখ্য, গত বুধবার ভোরে ট্যাংরা শীল লেনে দে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় পরিবারের তিন মহিলা সদস্যের দেহ। এরপরই জানা যায় পরিবারের ৬ জনই আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। এরপর একে একে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

আবগারি অফিসারের রহস্যমৃত্যু

কোচি, ২১ ফেব্রুয়ারি: একই পরিবারের তিন সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য দানা বাঁধছে। খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়েই পুলিশ এখনও ধন্দে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচির ইয়াচামুক্কু এলাকায়। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, বন্ধ ঘর থেকে এক কেন্দ্রীয় আবগারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তা, তাঁর মা এবং বোনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারী এক অফিসারের কথায়, ‘আস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।’ তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিন জনই আত্মহত্যা করেছেন। মৃত আবগারি দপ্তরের কর্তা ঝাড়খণ্ডের রাঁচীর বাসিন্দা। কর্মসূত্রে পরিবারকে নিয়ে থাকতেন কোচিতে।

পরীক্ষায় টোকাটুকি, মৃত পরীক্ষার্থী

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি: দশম শ্রেণির পরীক্ষায় টোকাটুকি নিয়ে এক দল পড়ুয়ার মধ্যে সংঘর্ষ। অভিযোগ, সেই সংঘর্ষের জেরে চালানো হয়েছে গুলিও। তা লেগে প্রাণ হারিয়েছে দশম শ্রেণির এক পরীক্ষার্থী। আহত হয়েছে আরও দু’জন। বিহারের সাসারামের ঘটনা। দেহ নিয়ে পথ অবরোধ করেন নিহত ছাত্রের আত্মীয় এবং স্থানীয়েরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ওঠে অবরোধ।

অনুদান বন্ধ নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ উদ্বেগের: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: ভারতে ভোটারদের ভোটমুখী করতে যে অনুদান দেওয়া হয়েছিল, তা বন্ধের কথা জানিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। শুধু তা-ই নয়, অনুদান বন্ধ নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্যও ইতিমধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেলেছে। পাশাপাশি, বিশ্ব কূটনৈতিক মহলেও আলোড়ন তুলেছে। ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে এ বার প্রতিক্রিয়া দিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। শুক্রবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিষয়টি উদ্বেগজনক। গোটা বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর খতিয়ে দেখছে বলেও জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পূর্বসূরি জো বাইডেনের আমলে ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে ১৮২ কোটি টাকা (২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার) অনুদান দিয়েছিল আমেরিকা। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে সেই অনুদান বাতিল করে দেন। নিজের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে গত বুধবার ট্রাম্প বলেন, ‘কেন আমরা ভারতে ভোটদানের হার বৃদ্ধি করতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার খরচ করব?’ তাঁর দাবি, ‘আমার মনে হয়, কাউকে জেতানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা বিষয়টি ভারত সরকারকে জানিয়েছি।’

ট্রাম্পের এ হেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ভারতে তো বটেই বিশ্ব কূটনৈতিক মহলেও হইচই পড়ে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তবে ভারতের নির্বাচনে নাক গলিয়েছিল বাইডেন প্রশাসন? শুক্রবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনের সময় বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় রণধীরকে। যার জবাবে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ‘সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসনের তরফে তহবিল সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়টি আমাদের নজরে

এসেছে। যা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।’ তার পরই রণধীর জানান, ভারত সরকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। পুরো বিষয়টি যাচাই না করে জনসমক্ষে মন্তব্য করা অনুচিত বলে মনে করেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র।

গত রবিবার আমেরিকার সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দপ্তর ভারত-সহ একাধিক দেশে বরাদ্দ বাতিলের কথা জানায়। ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি ইলন মাস্কের নেতৃত্বাধীন এই দপ্তর জানায়, ভারতে ভোটের হার বৃদ্ধি করতে আমেরিকা যে ১৮২ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) দিয়েছিল, তা দেওয়া বন্ধ করা হচ্ছে। এই খবরে সিলমোহর দেন ট্রাম্প। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘আমরা ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার কেন ভারতকে দিচ্ছি? ওদের অনেক টাকা আছে।’ তার পরই মোদির প্রসঙ্গ টেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারত এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাই বলে ভারতে ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য ২.১০ কোটি ডলার!’

আইপ্যাক কর্তার সঙ্গে মমতার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক-তৃণমূলের সম্পর্কের বরফ কি গলছে? সূত্রের খবর, বুধবার আইপ্যাকের কর্তা তথা ভোটকুশলী প্রতীক জৈনের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে ওই বৈঠক হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, এর আগে আইপ্যাকের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মমতা। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আইপ্যাকে তৃণমূলের ভরসা নিয়ে চাপানউতোর বাড়ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্রথম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলায় পথচলা শুরু করেছিল আইপ্যাক। সেই সময় ভোটকুশলী পিকে অর্থাৎ প্রশান্ত কিশোর এসেছিলেন নবান্নে। বৈঠক করেছিলেন মমতার সঙ্গে। পরবর্তী ক্ষেত্রে লাগাতার সম্পর্কের পারাপতন দেখা যায়। প্রকাশ্যেই আইপ্যাক নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে হেভিওয়েট সব তৃণমূল নেতাদের।

‘মৃত্যুকুম্ভ’ বিতর্কের মাঝেই মহাকুম্ভে শুভেন্দু

প্রয়াগরাজ, ২১ ফেব্রুয়ারি: মহাকুম্ভ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে যখন রাজ্য রাজনীতি সরগরম, ঠিক তখনই কুম্ভস্নানে গেলেন বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে পুণ্যস্নান করলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রয়াগরাজে পবিত্র মহাকুম্ভে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে মা গঙ্গার পুজো দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশস্তি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার সেই পোস্টে। নিজের সমাজমাধ্যম পোস্টে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘১৪৪ বছর পর গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ যোগে অনুষ্ঠিত এই পবিত্র মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান আমার কাছে এক অনন্য উপলব্ধি। এক বিশেষ অনুভূতি, যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।’ প্রধানমন্ত্রী মোদি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ এবং সে রাজ্যের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘কৃতজ্ঞতা জানাই সুন্দর, সুব্যবস্থার জন্য।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৬৬ নং এফিডেভিট বলে Prabir Ganguly S/o. Late Saroj Ganguly ও Prabir Ganguly S/o. Late Saraj Ganguly ও Prabir Gangopadhyay S/o. Late Saraj Kumar Ganguly সাং সাহাগঞ্জ ওল্ড পোস্ট অফিস, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Radha Ghosh (old name) W/o. Dipak Ghosh D/o. Mahadeb Ghosh R/o. 55/2, Ramkrishnapally, Bhadreswar, Hooghly-712124, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Radha Rani Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Radha Ghosh & Radha Rani Ghosh, W/o. Dipak Ghosh D/o. Mahadeb Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ayush Ghosh.

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬০১ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Biswas S/o. Mahananda Biswas ও Prashanta Biswas S/o. M. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Kumar Ghosh @ Dipak Kr. Ghosh (old name) S/o. Nitya Gopal Ghosh R/o. 55/2– Ramkrishnapally,Bhadreswar, Hooghly-712124, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Dipak Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Dipak Kumar Ghosh @ Dipak Kr. Ghosh & Dipak Ghosh, S/o. Nitya Gopal Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ayush Ghosh.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে ফেব্রুয়ারি, ৯ই ফাল্গুন। শনিবার, শুক্লা নবমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্দ্ধতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখ ান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Anjali Santra W/o. Debraj Das ও Anjali Santra W/o. D. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩৬৬ নং এফিডেভিট বলে Saidul Islam S/o. Noor Mohammad ও Sk. Saidul Islam S/o. Sk. N. Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Argha Hazra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kuntal Kumar Hazra ও K. Kr. Hazra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Shulie Kshetrapal D/o. Narugopal Kshetrapal হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Mariam Begum W/o. Sk. Mahammad Sabyasachi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৩/০১/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে Mariam Begum W/o. Sk. Mahammad Sabyasachi ও Shulie Kshetrapal D/o. Narugopal Kshetrapal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৮০ নং এফিডেভিট বলে Hemanta Saha S/o. Asit Baran Saha ও Hemanta Kr. Saha S/o. A. B. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৫০ নং এফিডেভিট বলে Subir Kumar Datta S/o. Sashadhar Datta ও Subir Kr. Dutta S/o. S. D. Dutta, Sashadhar Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী, কোর্টে ১৪৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudipta Ganguly (old name) S/o. Debprasad Ganguli R/o. Priyanagar, Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sudipta Ganguli (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sudipta Ganguly & Sudipta Ganguli S/o. Debprasad Ganguli উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Debrup Ganguly.

নাম-পদবী

আমি পুটু মন্ডল ভোটার কার্ডে আমার নাম মহম্মদ সাজাহান আছে। ৩০/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে পুটু মন্ডল ও মহম্মদ সাজাহান উভয় একই ব্যক্তি। আমার আসল নাম পুটু মন্ডল।

নাম-পদবী

আমি বাপি মন্ডল S/o- ঁহিরালাল মন্ডল ২৮/১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে বাপি মন্ডল S/o. ঁহিরালাল মন্ডল ও Prosenjit Mandal S/o- Lt. Hiralal Mandal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

আমমোক্তারনামা

আমি জহির আব্বাস সেখ, পিতা মোজাহার সেখ সাং মোল্লাপাড়া, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া এলাকাধীন ১৩ নং মোল্লাপাড়া মৌজায় ৪০৩৩ নং এল.আর খতিয়ান ৫৩৪ নং দাগে ৯.৫০ শতক সম্পত্তি স্বত্ত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৮.০২.২৩ তারিখে A.D.S.R নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে সাং মোল্লাপাড়া, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিবাসী আতিয়ার সেখ, পিতা হাবিবুল্লা সেখ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া অতপরঃ উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ২১.০৬.২৩ তারিখে A.D.S.R নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০০৪ নং দলিলমূলে গৌড়া ট্রাষ্ট পক্ষে ট্রাষ্টিস্ট সাং গৌড়নগর, পোঃ শ্রী মায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া এর পক্ষে রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়েছি। আগামী দিনে দলিল গ্রহীতা সম্পত্তি নাম পত্তন করবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে নবদ্বীপ বিএল অ্যান্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী নিরুপা হালদার স্বামী- অভিষেক হালদার, ইং-1/12/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 11709 নং আমমোক্তারনামা বলে ইং- 16/12/2024 তারিখে 12395 নং কোবলা দলিল মূলে কপিল হালদার, পিতা- দিলীপ কুমার হালদার এর নিকট হইতে 88নং জাহাঙ্গীরপুর মৌজায় L.R-734 দাগে L.R-814 খতিয়ানে .0565 একর জমি ক্রয় কারিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তারনামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গোবিন্দ ঘোষ, পিতা- শ্রী মুক্তি ঘোষ, সাং- খোট্টাপাড়া লেন, ইং- 08/08/2005 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রোজস্ট্রিকৃত IV-102 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সুধীর কুমার রায় ওরফে প্রশান্ত কুমার সিংহ রায়, পিতা- সুরেশ চন্দ্র সিংহ রায় এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, পিতা- সুধীর ভট্টাচার্য্য এর নিকট হইতে ইং- 10/07/2006 তারিখে 6189 নং কোবলা দলিল মূলে 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R-106, 12170/5 নং খতিয়ান হইতে L.R-10030 দাগে .0120 একর এবং L.R-10029 দাগ .0045 একর জমি ক্রয় করিয়া মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তারনামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকে 30 দিনের মধ্য কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) আদালত

২০০৫ সালের ১৭১ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

কেশোরাম রেয়ন, ইউনিট অফ্ সিগনেট ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী কোম্পানী রেজিষ্টার্ড আনডার কোম্পানী এ্যাক্ট, রিপ্রেসেন্টড বাই ইটস্-চিফ্ পারসোনেল অফিসার **প্রদীপ কুমার দত্ত** পিতা ৺অনিল কুমার দত্ত, রেজিষ্টার্ড অফিস ৯/ ১, আর.এন. মুখার্জ্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ......**বাদী**

-বনাম -

আদিবাসী ক্লাব বা চুমুল পুকুর সাঁওতালী বয়েস ক্লাব, চুমুল পুকুর নয়াসরাই রঘুনাথপুর, নয়াসরাই, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী দীগর- ....**বিবাদী**

প্রতি

২) **শ্রী কৃষ্ণ সরেন**, জেনারেল সেক্রেটারী, আদিবাসী ক্লাব বা চুমুল পুকুর সাঁওতালী বয়েস ক্লাব, রঘুনাথপুর, নয়াসরাই, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী ।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী **কেশোরাম রেয়ন** ইউনিট অফ্ সিগনেট ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, নালিশী সম্পত্তি জেলা হুগলী, থানা মগরার অন্তর্গত রঘুনাথপুর মৌজায় ২৬ নম্বর জে.এল. ভুক্ত আর.এস. ৭৩৭ নম্বর খতিয়ান আর.এস. ১০৩৯ নম্বর দাগ (এল.আর. ১৭২৭ নম্বর দাগ) এবং ১০৪০/১৫৩৩ (এল.আর. ১৭২৬ নম্বর দাগ) যেখানে আপনারা বিবাদীরা বে-আইনী ভাবে ২৩'-৫" x ১৫'-০" অর্থাৎ কমবেশী ৩১৫ বর্গফুট পরিমাপের ঘর তৈরী করেছেন সেই সম্পত্তি লইয়া আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে আপনাকে ২ নম্বর বিবাদী শ্রেনী ভুক্ত করিয়া আপনার বিরুদ্ধে ট্রেসপাসার এবং রিকভারী অফ্ পসেশান এবং মিনস্ প্রফিট এবং ইনজাংশান জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছে। আপনি অত্র মোকর্দ্দমায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 05.04.2025 তারিখের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে হাজির হইয়া আপনার লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আদালত একতরফা আদেশ প্রদান করিয়া উক্ত মোকর্দ্দমা প্রসিড্ করিবেন । ইহা আপনার অবগতির জন্য জানানো হইল ।

বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
নিতাই চন্দ্র ঘোষ (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) আদালত, ১৩.২.২৫

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রীমতী রিয়া ঘোষ, স্বামী শ্রী সুব্রত ঘোষ, সাং- মহিতোষ বিশ্বাস স্ট্রীট, কাঁঠুরিয়া পাড়া, নেষ্ট আবাসন, ফাস্ট ফ্লোর-বি, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০১-জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর ৫৭০৯৪ নং খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ১৭০১৩ নং এল.আর. ২১৬৪২ নং দাগে ০.১৬৫ একর বা ১৬.৫০ শতক সম্পত্তি (যাহা দোগাছি পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী -৩০.০৬.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৯১২ নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে মূল মালিক-শ্রীমতি মাধবী গড়াই, স্বামী শ্রী বংশীবদন গড়াই, সাং- হাটখোলাপাড়া, বগুলা রোড, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০২-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া গত ইং- ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৯৬৮৬/২৩ নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রীমতি শুক্লা ঘোষ, স্বামী - শ্রী সহদেব ঘোষ, সাং- কুলগাছি, পোঃ- কুলগাছি, থানা - ভীমপুর, জেলা নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১৬১-মহাশয়া-কে উপরিউক্ত এল.আর. ২১৬৪২ নং দাগে ০.০৭৪৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি।

তৎপর শুক্লা ঘোষ মহাশয়া গত ইং- ০৩.০১.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫২/২০২৪ নং একখানি কোবালা দলিল বলে ১) শ্রী গনেশ চন্দ্র সাহা, ২) শ্রী মনেশ সাহা, উভয়ের পিতা - মৃত বাদল চন্দ্র সাহা, উভয়ের সাং- কালীনগর এম. এল. রায় রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১- মহাশয়দ্বয়-কে উপরিউক্ত এল.আর. ২১৬৪২ নং দাগে ০.০৭৪৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করেন। এক্ষনে ১) শ্রী গনেশ চন্দ্র সাহা, ২) শ্রী মনেশ সাহা মহাশয়দ্বয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate
Krishnagar Judges' Court, Nadia

"আমমোক্তার নামা" বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী অভিজিৎ জানা, পিতা মৃত বিমল জানা, সাং- বাহিরতফা, পোষ্ট - যদুরবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৬, নিবাসী হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইংরাজী ২৮.০২.২০২৩ তারিখে ০৫০৫০১২২৫/২০২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১। অলোক মুখার্জী, পিতা- মৃত অমর নাথ মুখার্জী ওরফে অমরেন্দ্র মুখার্জী, ২। জগন্নাথ মুখার্জী, পিতা - মৃত অমর নাথ মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী) ওরফে অমরেন্দ্র মুখার্জী, ৩। শ্রীমতী চামেলী ব্যানার্জী, স্বামী - শ্রী গোবিন্দ ব্যানার্জী, ৪। শ্রীমতী বৈশাখী চ্যাটার্জী, স্বামী - বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী, দিগরের নিকট হইতে উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের অন্তর্গত জে. এল. নং- ৮৭, বানীতবলা মৌজায় হাল বা এল. আর. ১৯ নং খতিয়ানে সাবেক বা আর. এস. ৩৮৫ নং দাগ হইতে হাল বা এল. আর, ৪১৬ নং দাগে শালি ১ আনায় ২ একর ০৪ শতক মধ্যে ৩৪ শতক তন্মধ্যে ২৭.২০ শতক সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন দেখাশোনা, বিক্রয় ও অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষনে উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী মিঠু দোয়ারী, স্বামী সুভাষ দোয়ারী মহাশয়াকে গত ইংরাজী ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে ০৫০৫০১৯৩৯/২০২৪, ০৫০৫০১৯৪০/২০২৪ ও ০৫০৫০১৯৪১/ ২০২৪ নং দলিল মূলে ২৭.২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন। যেটি বর্তমানে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে মিউটেশানের জন্য দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

PRASAD KUMAR DALUI,
ADVOCATE, ULUBERIA COURT.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন আদালত গড়বেতা

১৩নং প্রোবেট কেশ ২০২৪ সাল

শ্রী সুকুমার দে পিতা-৺গোবর্দ্ধন দে সাকিম নবকোলা, পোঃ সাতবাঁকুড়া, থানা গড়বেতা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। ......দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত কুরকুটবাঁন্দী সাকিমের **অপূর্ব চন্দ্র কুন্ডু** পিতা মহিতোষ কুন্ডু তাঁহার লোকান্তে **শ্রী সুকুমার দে** পিতা-৺গোবর্দ্ধন দে সাং- নবকোলা, পোঃ- সাতবাঁকুড়া থানা গড়বেতা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর উইল excuter স্বরূপে তাহার উইলকৃত নিম্নের তপশীলের বর্নিত ৮.১৩ একর সম্পত্তি পাইতে হকদার হইতেছে দাবী করিয়া তন্মর্মে প্রোবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত প্রোবেট কেশ দায়ের করিয়াছেন,তৎসম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ২০২৫ সালের ০৪.০৩.২৫ তাং এ অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া দর্শাইবেন নচেৎ আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

১। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থানা গোয়ালতোড় এ.ডি.এস.আর অফিস গড়বেতার অধীন ২৬২ নং জে.এল. বিশিষ্ট কুরকুটবান্দী মৌজার আর এস খতিয়ান ৩/৫ ও এল আর ১৬২নং খতিয়ানের বর্নিত :-
আর.এস. ও এল.আর ১২৫/৩৯৭ দাগে ধানী সোয়েম ২০ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৩৩/৩২৮ দাগে ধানী চাহারাম ০৬ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৭৭/৩৪৪ দাগে ধানী দোয়েম ১৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৭৯ দাগে ধানী সোয়েম ৩৭ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৮০/৩৫৩ দাগে দো ৩২ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৯৯ দাগে ধানী দোয়েম ২.২২ একর।
আর.এস. ও এল.আর ২০০/৩৬৬ দাগে ধানী দোয়েম ২৬ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২০১/৩৭০ দাগে ধানী সোয়েম ৫৬ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২০৩/৩৭২ দাগে ধানী সোয়েম ১৮ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২০৯/৩৭৯ দাগে ধানী সোয়েম ১৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯২/৪৩২ দাগে উদ্বাস্তু ১৯ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৫৭/৪০৯ দাগে বাঁশবাগান ০৮ ডেঃ মধ্যে ০২ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৫৭/৪১২ দাগে উদ্বাস্তু ১৭ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৯/৪০৭ দাগে ডাহিপতিত ৭১ ডেঃ মধ্যে ১৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৪ ডাহিপতিত ০৯ ডেঃ মধ্যে ০২ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৩৭ দাগে ডাহিপতিত ২২ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ০৮ ডাহিপতিত ১২ ডেঃ মধ্যে ০২ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৭ দাগে ডাহি ৩০ ডেঃ মধ্যে ০৬ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৮৭ ডাহিপতিত ২৬ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৩ দাগে ধানী চাহরাম ৩৭ ডেঃ মধ্যে ০৭ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৪ দাগে ধানী চাহরাম ১১৫ ডেঃ মধ্যে ২৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৫ দাগে ডাহিপতিত ২৬ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৪/৪৪২ দাগে ধানী চাহরাম ৩৫ ডেঃ মধ্যে ০৭ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৬ দাগে ডাহিপতিত ২৪ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯৮ সগে ধানী চাহরাম ২৪ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২১৫ দাগে ডাহিপতিত ২.২৬ ডের মধ্যে ৪৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২১৮ দাগে ডাহি ১.২৩ ডেঃ মধ্যে ২৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৩২ দাগে ডাহি ১৩ ডেঃ মধ্যে ০২ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৩৩ দাগে ১৭ ডেঃ মধ্যে ০৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২১২/৪৪০ দাগে ডাহি ১৩ ডেঃ মধ্যে ০৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২১৬ দাগে ডাহি ৫১ ডেঃ মধ্যে ১১ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ২১৩/৩৮৬ দাগে ধানী চাহরাম ২৬ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৮১ দাগে ধানী দোয়েম ৪১ ডেঃ মধ্যে ০৮ ডেসিমল।
২। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থানা গোয়ালতোড় এ.ডি.এস.আর. অফিস গড়বেতার অধীন ২৬২ নং জে.এল. বিশিষ্ট কুরকুটবান্দী মৌজার আর.এস. ৩/৬ নং খতিয়ানের বর্নিত :-
আর.এস. ও এল.আর ১৯৭ দাগে জলাশয় (ফিসসারি) ৮৬ ডেঃ মধ্যে ১৭ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৬৬ দাগে জলাশয় (ফিসসারি) ১০২ ডেঃ মধ্যে ২০ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৬৫ দাগে পুকুরপাড় ১৫ ডেঃ মধ্যে ০৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৬৭ দাগে পুকুরপাড় ৩৯ ডেঃ মধ্যে ০৮ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৯৬ দাগে পুকুরপাড় ২৬ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ১৯৮ দাগে পুকুরপাড় ২৫ ডেঃ মধ্যে ০৫ ডেসিমল
আর.এস. ও এল.আর ৮৮/৪১৭ দাগে বাস্তু ২০৭ ডেঃ মধ্যে ৪১ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৪৫ দাগে বাস্তু ০৪ ডেঃ মধ্যে ০১ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৯০ দাগে বাস্তু ১৬৬ ডেঃ মধ্যে ৩৩ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৮৪ দাগে পুকুরপাড় ৩০ ডেঃ মধ্যে ০৬ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৮৫ দাগে পুকুর ৫২ ডেঃ মধ্যে ১১ ডেসিমল।
আর.এস. ও এল.আর ৮৬ দাগে পুকুরপাড় ৩২ ডেঃ মধ্যে ০৬ ডেসিমল।

মোট ৮.১৩ একর Total Valuation 8,00,000/-

৩। Funeral Cost Along with his ritual cost of the Deceased **Apurba Chandra Kundu** Amounting To Rs. 70,000/-

অনুমত্যানুসারে
Soumendra Nath De (সেরেস্তাদার)
তাং- ১৪.০২.২০২৫ সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন আদালত গড়বেতা

NOTICE

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
J. Misc. Case No. 85/2024
Smt. Doli Das … Petitioner

Notice is hereby given to the general public that said **Doli Das** has filed the above noted case to obtain permission for sale of her minor daughter's property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF LANDED PROPERTY

Dist - Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouża - Rajagram, J.L. No. 196, R.S. Khatian No. 185, L.R. Khatian No. 397, R.S. Plot No. 417, L.R. Plot No. 772, Area = 0.50 Dec., L.R. Plot No. 775, Area = 01.00 Dec, **Total Area = 01.50 Decs** to which minor's share is **0.1875 Dec. out of 0.75 dec.**

By Order,
Bibhas Mandal (Sheristadar)
District Judge's Court Paschim Medinipur, 17.2.25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

দেউচা পাচামি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ গণ সংগঠনগুলোর

পাশে থাকার আশ্বাস শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিংদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেউচা-পাচামি হরিণসিংহ দেওয়ানগঞ্জ কয়লাখনি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি। দেউচা-পাচামিতে খনন কাজ শুরু হতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন দেউচা পচামির মানুষ। দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিংদের হাতে দাবিপত্রও তুলে দেন তাঁরা। শুভেন্দু অধিকারীও সংগঠকদের ক্ষোভের কারণ জানেন ও সবরকম আশ্বাস দেন তাদের পাশে থাকার। তাঁর স্পষ্ট দাবি, ওই এলাকায় জনজাতি শূন্য করতে দেব না। সম্প্রতি রাজ্য সরকার বীরভূমের মহম্মদ বাজার ব্লকে ডেউচা পাঁচামি হরিণসিংহ দেওয়ান গঞ্জ কোল ব্লক এলাকায় ৩৩৮৫ একর জায়গার উপর এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা খনি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই প্রকল্পের ফলে সরকারি হিসেবে উচ্ছেদ হবেন ২১, ০০০হাজার মানুষ। যার মধ্যে ৯, ০৩৪ জন আদিবাসী ও ৩,৬০১জন তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। সঙ্গে উচ্ছেদ হবে ৪,৩১৪টি বাসস্থান। এছাড়া, রয়েছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলাভূমি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দেউচা পাচামি গ্রাম সভা সমন্বয় হুল কমিটি, প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ এবং বিভিন্ন গণ সংগঠন এর পক্ষ থেকে জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই এই সিদ্ধান্ত থেকে না সরে আসলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে তাঁরা সামিল হবেন। তাতে শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিংরা পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। উল্লেখ্য কয়লাখনির জন্য জমি দিতে প্রথম থেকেই নারাজ অধিকাংশ বাসিন্দা, যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন করে চলেছেন। পুলিশি প্রহরায় অথচ রাতদিন চলছে এই কয়লাখনির কাজ। তাদের দাবি, তাদেরকে অন্ধকারে রেখে কিভাবে এই কাজ চলছে, সেটাও তাদের এই মুহূর্তে বড় জিজ্ঞাসা। লোক দেখানো অভিনয় করছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। শেষ দেখে ছাড়তে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দরবারেও যাওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারীদের জানিয়ে দেন তাঁরা।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ঘিরে ঘোষপাড়া গুলিকাণ্ড রহস্য আরও ঘনীভূত, তদন্তে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত বুধবার রাতে হাওড়ার ঘোষপাড়ায় ঘটে যাওয়া গুলিকাণ্ডকে ঘিরে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল একটি পেট্রল পাম্পের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। তবে কে, কেন, এবং কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি তদন্তকারীরা। যদিও ঘটনার থেকে কিছু দূরের একটি ঝোপ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি কোনও পুলিশ আধিকারিকের ব্যবহৃত সরকারি আগ্নেয়াস্ত্র নয় বলেই সূত্রের খবর। যদিও ঘটনাস্থলে উদ্ধার হওয়া গুলির খোল ও উদ্ধার হওয়া ওই আগ্নেয়াস্ত্রর ফরেন্সিক পরীক্ষার পরই সত্যি কি জানা যাবে। একটি সূত্রের দাবি, জয়ন্ত পাল নিজেই নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে বাঁ হাতে গুলি চালান। ঘটনাস্থল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে নেতাজি সুভাষ রোডের গৌড়ীয় মঠ সংলগ্ন একটি নির্জন গলি। কিন্তু, যদি তিনি নিজেই গুলি চালিয়ে থাকেন, তাহলে সেই অস্ত্র গেল কোথায়? অন্য একটি তথ্য অনুযায়ী, জয়ন্ত একটি গাড়ির ভেতরে ছিলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে আরও এক বা একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। কথাকাটাকাটির জেরে আচমকা গুলি চলে এবং তিনি আহত হন। তবে সেই গাড়িতে থাকা অন্য ব্যক্তিরা কারা ছিলেন? এবং তাঁদের ভূমিকা কী ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। এই গোটা ঘটনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এক তরুণী, যিনি হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা। তদন্তে জানা গেছে, জয়ন্ত পালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্থানীয়দের দাবি, তাঁদের একাধিকবার একটি বহুতলের ফ্ল্যাটে একসঙ্গে যেতে দেখা গেছে। যদিও পুলিশ এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করছে। গুলিকাণ্ডের রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যবহৃত কার্তুজের খোল উদ্ধার করলেও, কোনো আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি। ফলে জয়ন্ত পাল নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়েছিলেন নাকি অন্য কেউ গুলি করেছে, তা স্পষ্ট হবে ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর। জয়ন্ত ্কে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই তরুণী ও তাঁর তিন বন্ধু। তরুণীর মায়ের দাবি, তাঁর মেয়ে গুলিচালনার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নন। তিনি শুধু আহত জয়ন্তকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বন্ধুদের সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এই ঘটনায় যুক্ত কিনা তার বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সেন্ট্রাল) বলেন, 'একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, যদিও তা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা তার তদন্ত করে দেখা হবে।' এই ঘটনায় জয়ন্ত পালের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

রাজ্য সরকার এবার সমস্ত ইটভাটাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে এবং বেআইনি ইটভাটায় লাগাম টানতে রাজ্য সরকার এবার সমস্ত ইটভাটাকে কেন্দ্রীয় ভাবে নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। সমস্ত ইটভাটাকে ওই পোর্টালের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণ সহ নাম নথিভুক্ত করাতে হবে বলে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইটভাটার আকার আয়তন, শ্রমিকের সংখ্যা, তাদের ন্যূনতম বেতন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমস্ত কিছুই নথিভুক্তকরণের সময় উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ইটভাটা চালানোর জন্য সরকার নির্ধারিত সুরক্ষা বিধিগুলির মেনে চলা হচ্ছে কিনা তাও দেখা হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্লকের রিয়েল আরোরা বিএলআর সরেজমিনে ইটভাটাগুলি পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তাদের দেওয়া এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার প্রতিটি ইটভাটার জন্য রয়ালিটি নির্ধারণ করে দেবে। নিয়মিত রয়ালটি মেটানোর পরেই ইটভাটা গুলিকে অনুমোদন দেওয়া হবে। জানা গেছে, রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে রাজ্য সরকার বালি ও পাথর খাদান, ইট ভাটাগুলি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর চলতি আর্থিক বছরে জেলাগুলিকে ১১৬০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমের মতো বালি ও পাথর খাদান বহুল জেলাগুলিকে বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের টার্গেট দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৯ ফাল্গুন, শনিবার

একাধিক দাবিতে যাদবপুরের উপাচার্যের ঘরে তালা ঝোলালো প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার প্রশ্নে জারি করা হয়েছিল একাধিক নিয়ম। তার মধ্যে অন্যতম ছিল রাত ১১টার পর হস্টেলে প্রবেশ বন্ধ। রাত ১১টার পর বন্ধ হয়ে যায় হস্টেলের দরজা। এক হস্টেল থেকে অন্য হস্টেলে কোনও দরকারি কাজেও যাওয়া যায় না। তাতেই আপত্তি একাংশের পড়ুয়ার। তাই হস্টেলগুলিতে অবাধে প্রবেশের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। শুধু প্রতিবাদেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসে ঝুলিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর পাশাপাশি হস্টেলের যাবতীয় দৈনিক ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, যেমন, লাইট, ফ্যান, ওয়াটারকুলারের সমস্যা মেটানোর জন্যও সাতদিনের ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে তাদের তরফ থেকে। এছাড়াও, দাবি জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা হস্টেলের ছাদের দরজা খুলে রাখারও। গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হস্টেলগুলি একাংশের মানুষের কাছে যে আতঙ্ক হয়ে গিয়েছে, সেই নিয়ে কোনও

সন্দেহ নেই। মূলত, র‍্যাগিংয়ের জেরে ঘটা পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার পরই ছড়িয়েছে এই আতঙ্ক। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের মধ্যেই বেড়েছে ভয়। আর সেই ভয়কে কাটাতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পরিবর্তন এনেছে কর্তৃপক্ষ। জারি হয় বেশ কিছু নিয়ম। যার মধ্যে এই রাত ১১টার পর অবাধে প্রবেশ বন্ধ। আর তাতেই ক্ষেপে গিয়েছে একাংশের পড়ুয়ারা।

অন্যদিকে বেশ সংঘাতপূর্ণ পথ অতিক্রম করে গত বছরই নতুন উপাচার্য পেয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় তিন মাসের টালবাহানার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন স্থায়ী উপাচার্য হয়েছেন বৈদ্যুতিন দূরসংযোগ বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত। রাজ্যের দেওয়া নামেই সিলমোহর দিয়েছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এবার সেই নতুন উপাচার্যের অফিসেই তালা ঝুলিয়ে দিল প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। সাম্প্রতিকালে একাধিকবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও মিলেছে মাওবাদী-যোগ, কখনও আবার পড়ুয়া-মৃত্যুতে ভয় ধরেছে মানুষের। একটা বিশ্ববিদ্যালয়, যতটা খ্যাতি লাভ করেছে তার পড়াশোনার মান উন্নয়নের জন্য ততটাই আবার ব্যাকফুটে পড়েছে র‍্যাগিং, মাওবাদী কার্যকলাপের মতো ঘটনার জেরেও।

এবার সেই যাদবপুরের দিকে ওঠা প্রশ্নগুলিকে নিরীক্ষণ করে, গাফিলতিগুলিকে একেবারের মতো মিটিয়ে দিতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। তখনই যেন বেঁকে বসল এক দল প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে নাকি রাতের দিকে অবাধে যাতায়াত কমছে, এমনটাই দাবি তাদের। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রতিবাদে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসে তালা ঝোলান তারা।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন খোদ উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। তাঁর দাবি, 'এই সকল নিয়ম ইউজিসি-র গাইডলাইন মেনেই তৈরি। যেখানে এক বছর আগে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এই গাইডলাইন আমাদের মেনে চলাই উচিত।' অফিসে তালা ঝোলানোর ঘটনা তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। যারা করছে, তাদের কিছু সিনিয়ররা বেপথে চালনা করছে।'

মেট্রোয় কিউআর কোড টিকিট নিয়ে সমস্যায় মেট্রো যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোয় কাগজের কিউআর কোড নির্ভর টিকিট নিয়ে যাত্রীদের সমস্যা বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুলছে না গেট। বিশেষত, মেট্রোর ব্লু-লাইনে। এর সঙ্গে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পকেটে থাকা কাগজের টিকিট ভাঁজ হয়ে গেলে। কারণ, তখন তার কিউআর কোড আর 'রিড' করতে পারছে না মেট্রোর স্বয়ংক্রিয় গেট। এমনিতেই একাধিক স্টেশনে এই স্বয়ংক্রিয় গেট খোলার ক্ষেত্রে সমস্যা বহুদিনের। স্মার্ট কার্ড ছোঁয়ালেও তা খুলতে চায় না। আর এখন এই তালিকায় যোগ হয়েছে কাগজের টিকিট। ফলে তাড়াহুড়োয় বেরোনোর সময় সমস্যায় পড়ছেন মেট্রো যাত্রীরা। শুধু তাই নয়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার পরে গেটের সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। আর একসঙ্গে আপ-ডাউনে দুটি ট্রেন এসে পড়লে তো সমস্যা বাড়ছে বহুগুণ।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই কাগজের টিকিট যাত্রীরা ভাঁজ করে পকেটে রাখছেন। পরে যখন ওই

কাগজের টিকিট গেটে ছোঁয়াচ্ছেন যাত্রীরা, কাজ হচ্ছে না। গেট খুলছে না। তাই তাঁদের বক্তব্য, কোনওভাবেই যেন টিকিট ভাঁজ না হয়। এবিষয়ে প্রচার চালানোর কথাও ভাবছে কর্তৃপক্ষ।

তাঁদের আরও বক্তব্য, অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কাগজের যে অংশে কিউআর কোডটা রয়েছে, সেই অংশটা জায়গা মতো ছোঁয়াচ্ছেন না যাত্রীরা। তার ফলেও গেট খুলছে না। বারবার হলে সেক্ষেত্রে পরে স্মার্ট কার্ড ছোঁয়ালেও গেটে সমস্যা হতে পারে। কারণ নেটওয়ার্ক সমস্যা তৈরি হয়। যাত্রীদের অবশ্য অভিযোগ, শুধু কাগজের টিকিটই নয়। স্মার্ট কার্ড ছোঁয়ালেও স্বয়ংক্রিয় গেট মেট্রোর অনেকসময়ই খোলে না। কারণ সেগুলো বিকল হয়ে যায় মাঝেমধ্যেই। মেট্রো কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানাচ্ছে, গেট বিকল হলে দ্রুততার সঙ্গে তা সারানো হয়।

লগ্নির নামে প্রতারণা করার অভিযোগে কলকাতায় ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লগ্নির নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ। আর এই অভিযোগ পেয়ে দত্তপুকুর থানার নন্দনপল্লি থেকে এক ব্যক্তির নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ধৃতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকার লেনদেনের তথ্যও মিলেছে। আর তারই জেরে গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম রাজদীপ সিনহা। তিনি দত্তপুকুর থানা এলাকার বাসিন্দা। হামিদ আনসারি নামের এক ব্যক্তি পুলিশে অভিযোগ জানান, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে একটি গ্রুপে যুক্ত করেন। অভিযুক্ত সেখানে আরবিআইয়ের কিছু ভুয়ো নথি দেখিয়ে হামিদকে মোট প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দিতে প্ররোচিত করে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই

তদন্তে নামে পুলিশ। সেখানে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, প্রতারিত ব্যক্তি একবার ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মুম্বইয়ের একটি ইউকো ব্যাংকে ট্রান্সফার করেন। এরপর তদন্তে এও নজরে আসে এই অর্থ কলকাতার আরবিএলের ব্যাংকের এক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। আর এই আরবিএলের অ্যাকাউন্ট রাজদীপ সিনহার নামে। শুধু ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা নয়, আলাদা করে ৬৫লক্ষ ৩০ হাজার টাকাও এই একই অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ১৩ বার ধাপে ধাপে ইউকো ব্যাংক থেকে এই টাকা পাঠানো হয়েছে অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে। সব তথ্য পাওয়ার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ১০.০৩.২০২৫ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) সালের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
চাকদহ শাখা **ঋণগ্রহীতা : ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোং,** **স্বত্বা : হর প্রসাদ ঘোষ,** **জামিনদাতা : শ্রী রাম প্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীমতি তুফানী ঘোষ,** **ঠিকানা :** লালপুর, পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : পুমলিয়া, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬১৪, এলআর দাগ নং ৬১৪/৯১১, আরএস খতিয়ান নং ২৯২, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৫, তাতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, লালপুর (গোয়েঙ্কা), পো : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পরিমাণ ৪.০০ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক; **দক্ষিণে :** নিতাই দত্তর জমি; **পূর্বে** অন্যান্যর জমি; **পশ্চিমে :** বাসুদেব ঘোষের ভবন **(বন্ধকদাতা : শ্রী হর প্রসাদ ঘোষ)।**	**৩৩,০৬,৮৭৮.৬০** ২০.০২.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	৩০.০৫.২০২৩ এবং ০১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	৭৫,০০,০০০/- টাকা এবং ৭,৫০,০০০/- টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ১০.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা তাদের দর ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) গুণিতকে বাড়াতে পারেন। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৬.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্তদেখতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ শাহু (+৯১ ৮২৪৯৩২৮৫৪৭) বা শ্রীমতী কুমারী শিল্পী (+৯১ ৯০৩১১৫৭৬৩৬) নম্বরে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।

(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **E-BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং কোনও কারণে দেরি হলে **১০.০৩.২০২৫** তারিখে বিকেল ৪টের মধ্যে।

(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।

(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।

(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।

(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।

(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য পনের (১৫) দিনের নোটিশ।

(১৪) নিয়ম এবং শর্তাদি এবং প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দেখুন **https://www.bankofindia.co.in**

তারিখ: ২১.০২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি-১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল : **cs4479@pnb.co.in**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রম নং ১	অনলাইন : ১৯.০৩.২০২৫	দুপুর ৩টে পর্যন্ত
ক্রম নং ২ থেকে ৪	অনলাইন : ২৮.০৩.২০২৫	দুপুর ৩টে পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬/২ সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল **(https://BAANKNET.com)** প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক. শাখার নাম খ. অ্যাকাউন্ট এর নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা/স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/সময়
১.	পিএনবি: শেক্সপিয়ার সরণি অ্যাকা.: মেসার্স ক্যানভাস প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ০৮৪ এর অধীনে, প্রেমিসেস নং ১এ, কালীঘাট পার্ক (দক্ষিণ), পোস্ট - কালীঘাট, থানা - কালীঘাট, কলকাতা - ৭০০০২৬ এ অবস্থিত তিন তলা ভবনের ডানদিকের টেরেস সহ, প্রায় কমবেশি ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত প্রথম ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মধ্যে আছে ২টি কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট এবং একটি বারান্দা/করিডোর এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গ্যারেজ স্পেস সেইসঙ্গে জমির উপর আনুপাতিক শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট সহ । বিক্রয় দলিল নং আই-১৯০২০৪৯৩৮, সাল-২০২০ **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ০৪.১০.২০২৪ খ) ৯৩,৪৪,৫৯৫.৯৩ টাকা সর্বশেষ ধার্য্য সুদ এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য চার্জের তারিখ থেকে সুদ সহ গ) ২৩.১২.২০২৪	ক) ৫০.২৭ লক্ষ টাকা খ) ৫.০৩ লক্ষ টাকা গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ। (ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নং. ৭০৪৪৫০২০৬০)
২.	ক) শাখা: কলকতা খ) মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড ১. শ্রী কমল মহন্তি (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ২. মিস নীলিমা মহন্তি (ডিরেক্টর) ৩. মিস এথেনা ঘোষ (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ৪. মিস পুতুল ঘোষ (ডিরেক্টর) ৫. শ্রী দীপক মুন্সী(ডিরেক্টর) ৬. শ্রী শ্রীচরণ মহন্তি (ডিরেক্টর) ৭. শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (ডিরেক্টর)	**সম্পত্তি-১** (১) বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় সময়ের কোম্পানির সম্পূর্ণ স্থায়ী সম্পদের উপর একচেটিয়া ১ম চার্জ। (২)(ক) গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং প্রথম ফ্লোরে প্রতিটি কমবেশি ১৫০০ বর্গফুট পরিমাপের দুই তলা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক অর্থাৎ মোট ৩০০০ বর্গফুট এবং এছাড়াও একটি টিনের চালা যার পরিমাপ কমবেশি ৪০০০ বর্গফুট, উভয়ই কমবেশি ৮৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমিতে নির্মিত, এলআর দাগ নং- ৩০৮. এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৩, জেএল নং- ৯৩, মৌজা- লাচুবড়, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট- খারুইগড়, থানা- পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, চৌহদ্দি: উত্তর - কমল মহন্তীর জমি এবং অন্যান্য শালি/জল জমি, দক্ষিণ - ৩০ ফুট চওড়া ললাট জানকা রোড, পূর্বে- শ্রী ফণী ভূষণ দাসের শালী/জলভূমি, পশ্চিমে- শ্রী বিষ্ণু পদ শ'-এর শালি/জলভূমি দ্বারা। (২) (খ) কমবেশি ১৯ ডেসিমেল পরিমাপের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার এলআর দাগ নং ৩০৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৩, জেএল নং ৯৩, মৌজা- লাচুবড়, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- খারুইগড়।, থানা- পটাশপুর, নং-৩০৭। জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর চৌহদ্দি- উত্তর - প্লট নং- ৩০৮, দক্ষিণ - ৩০ ফুট প্রশস্ত ললাট জানকা রোড, পূর্ব - শ্রী ফণী ভূষণ দাসের শালী জমি, পশ্চিম - শ্রী বিষ্ণু পদ শ'-এর শালী জমি দ্বারা । **সম্পত্তির মালিকানা : উভয় (২)(ক) এবং (২)(খ) মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড নামে।** **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩০.০৯.২০২৪ খ) ৮,৮৫,৮২,৩৬৩.৩৫ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা বিরাশি হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২৬.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪	ক) ৩০২.১৫ লক্ষ টাকা খ) ৩০.২২ লক্ষ টাকা গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	২৮.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত, ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ (ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নং. ৯০০৬৬০০৮১৬)
৩.	শাখা- কলকতা মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড ১. শ্রী কমল মহন্তি (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ২. মিস নীলিমা মহন্তি (ডিরেক্টর) ৩. মিস এথেনা ঘোষ (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ৪. মিস পুতুল ঘোষ (ডিরেক্টর) ৫. শ্রী দীপক মুন্সী(ডিরেক্টর) ৬. শ্রী শ্রীচরণ মহন্তি (ডিরেক্টর) ৭. শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (ডিরেক্টর)	**সম্পত্তি -২** ফ্ল্যাট নং-৫বি এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মধ্যে রয়েছে ৩টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং রুম কাম ড্রয়িং রুম, দুটি টয়লেট মেঝের কভারড এরিয়া কমবেশি ১২৬৯ বর্গফুট ১১০ বর্গফুট কার পার্কিং এরিয়া সহ কম বা কম ফ্লোর এলাকা জুড়ে । সেইসঙ্গে অবিভক্ত অনুপাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কলকাতার পৌর সীমার মধ্যে ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৯ নম্বর প্রিমিসেসের টাওয়ার ব্লকের পঞ্চম ফ্লোরের কমন এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার জমির হোল্ডিং নম্বর ৩০৬, ৩০৬এ এবং ৩০৬বি সহ, সাব-ডিভিশন এইচ, ডিভিশন ৫ ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম, জেলা ২৪ পরগনা কালেক্টরেটের তৌজি নং ১২৯৮, থানা- কড়েয়া, ২৪ পরগনা জেলার সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী - শ্রী দীপক মুন্সী।** **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩০.০৯.২০২৪ খ) ৮,৮৫,৮২,৩৬৩.৩৫ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা বিরাশি হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২৬.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪	ক) ৮৩.৬৯ লক্ষ টাকা খ) ৮.৩৭ লক্ষ টাকা গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২৮.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত, ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ (ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নং. ৯০০৬৬০০৮১৬)
৪.	শাখা- কলকতা মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড ১. শ্রী কমল মহন্তি (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ২. মিস নীলিমা মহন্তি (ডিরেক্টর) ৩. মিস এথেনা ঘোষ (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ৪. মিস পুতুল ঘোষ (ডিরেক্টর) ৫. শ্রী দীপক মুন্সী(ডিরেক্টর) ৬. শ্রী শ্রীচরণ মহন্তি (ডিরেক্টর) ৭. শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (ডিরেক্টর)	**সম্পত্তি -৩** ফ্ল্যাট নং-২/এ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, দ্বিতীয় ফ্লোরে যার আছে ৩টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং স্পেস, দুটি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং কমবেশি ১৩০৬ বর্গমিটার ফ্লোর এলাকা , ১০০ বর্গফুটের দুটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং এরিয়া সহ । 'কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট' নামে উল্লিখিত চারতলা বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার উত্তর পাশে , সেইসঙ্গে প্রায় ৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার মৌজা- বদেরাইপুর, জেএল নং- ৩৪, পিলার নং-১৫২, তৌজি নং-১৫১ সেইসঙ্গে প্রেমিসেস নং ১৭৬/১৪/১৪৮ রায়পুর রোড সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকার সহ, থানা- যাদবপুর, মেইলিং ঠিকানা ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা- ৭০০০৯২ নামেও পরিচিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড-৯৬-এর অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী নীলিমা মহান্তি।** **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ৩০.০৯.২০২৪ খ) ৮,৮৫,৮২,৩৬৩.৩৫ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা বিরাশি হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২৬.১২.২০২৪ এবং ২৭.১২.২০২৪	ক) ৫১.২০ লক্ষ টাকা খ) ৫.১২ লক্ষ টাকা গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২৮.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত, ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ (ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নং. ৯০০৬৬০০৮১৬)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে' https://BAANKNET.com**।

২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https://BAANKNET.com**) পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে **১৯.০৩.২০২৫ মাধ্যমে (ক্রম নং ১) এবং ২৮.০৩.২০২৫ (ক্রম নং ২ থেকে ৪)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।

৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের (**https://BAANKNET.com**) ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https://BAANKNET.com) মাধ্যমে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. (ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com)। আগ্রহী ডাকদাতা/ ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://BAANKNET.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**

৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i. ii. **www.pnbindia.in** সংযুক্ত।

৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয় পোর্টাল থেকে (**https://BAANKNET.com**)।

৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https://BAANKNET.com**) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।

৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।

৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (**support.ebkray@psballiance.com**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।

১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।

১২. সুরক্ষিত সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।

১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, '**অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** কলকাতায় প্রদেয় এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।

১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।

১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।

১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।

১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে **'যেখানে আছে তেমনই' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে'** ভিত্তিতে।

১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।

২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।

২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://BAANKNET.com / www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬/২ অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২২.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

আয়কর দফতরের কঠোর নজরদারি জরুরি

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এত দিন মোদী সরকার পরিকাঠামোয় বিপুল খরচের নীতি নিয়ে চলছিল। কিন্তু সরকারের তৃতীয় দফার শুরু থেকেই অর্থনীতির হালের উদ্বেগ স্পষ্ট হয়েছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমীক্ষাতে। এ বার মোদী সরকার আয়করে ছাড় দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে বাড়তি নগদ টাকা তুলে দেওয়ার পথ নিল। এমনিতেই পরিসংখ্যানে ধরা পড়েছিল যে, গ্রাম ও শহর; উভয় অঞ্চলেই মানুষের ভোগবাবদ খরচে মন্দা দেখা দিয়েছিল। ফলে টান পড়ে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিক্রিবাটায়। তাই মোদী সরকারের সিদ্ধান্ত, মধ্যবিত্তের সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত পরিবারের হাতে কর ছাড়ের মধ্য দিয়ে কিছু অতিরিক্ত অর্থ তুলে দেওয়া। তাঁদের তত্ত্বটি হল, এই অতিরিক্ত অর্থ মধ্যবিত্ত জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য খরচ করবে। ফলে, বাড়বে চাহিদা, বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান। নতুন প্রস্তাবিত কর-কাঠামোয়, বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাঁদের আয় (চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে তা ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা) তাঁদের আর কোনও আয়কর দিতে হবে না। তবে, এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দল আয়করের এই ছাড়কে ‘এক লাখি বেতনকে ছাড়’ বলে কটাক্ষ করেছে। এত দিন যে কোনও স্তরের নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মচারীদের থেকেই আয়কর আদায়ে কড়াকড়ি ছিল। ‘রাঘব বোয়াল’-দের দিকে নজর না দিয়ে, সামান্য ‘দশ-বিশ’ টাকা কম আয়কর দেওয়া নিয়ে নজরদারি চালাতেই এত কাল বিপুল অর্থ ও সময় ব্যয় করে এসেছে আয়কর দফতর। অথচ, ব্যবসায়ী এবং অন্য বিভিন্ন স্তরের রাঘব বোয়াল ও চোরাকারবারিরা বিপুল পরিমাণ আয় করলেও যে নানা কায়দায় এত কাল আয়কর ফাঁকি দিয়ে এসেছে, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়েছে আয়কর দফতরের সঙ্গে যোগসাজশে। নির্দিষ্ট বেতনভোগী না হয়েও যাঁরা কর ফাঁকি দেন, সে দিকে আয়কর দফতরের কঠোর নজরদারি করা জরুরি।

শব্দবাণ-১৯৯

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. তিলক ২. খ্রিস্টান পুরোহিত ৫. অতি দরিদ্র ৮. চিরন্তন ৯. চিমটি, খামচি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পাখি ৩. বুকে হেটে চলা ৪. প্রস্তাবনা ৬. আশা, কামনা ৭. মুখভঙ্গি, রাগ ঠাট্টা প্রভৃতি প্রকাশের জন্য মুখের বিকৃতি।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৮

পাশাপাশি: ১. ক্ষতিসাধন ৪. লঙ্কা ৫. কলপ ৭. পণ্ডিত ৯. সবে ১১. শয়নকাল।

উপর-নীচ: ১. ক্ষপণক ২.সাব ৩. নলকূপ ৬. পরিবেশ ৮. তরোয়াল ১০. ঘন।

জন্মদিন

আজকের দিন

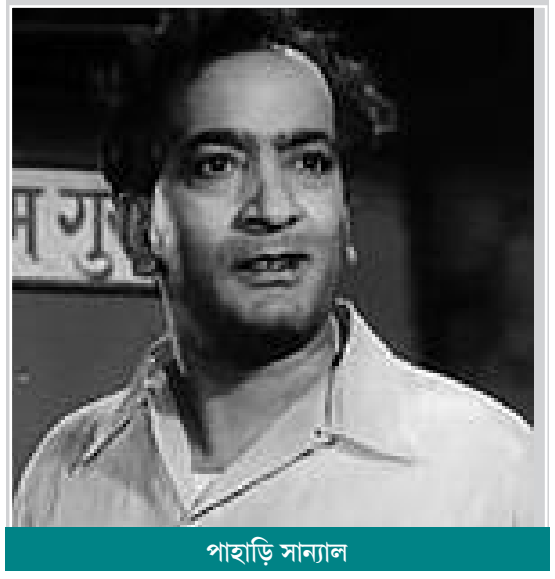

পাহাড়ি সান্যাল

১৯০৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় অশোক অমৃতরাজের জন্মদিন।*

টার্গেট ছাব্বিশ

বঙ্গে বিজেপিকে আনবে সংঘ

প্রদীপ মারিক

বঙ্গ বাসীর মতামত রাজ্যের আঞ্চলিক প্রধান বলে দিতে পারেন। এটা কি ঔদ্ধত্য না আত্মবিশ্বাস ! তাও আবার দুই তৃতীয়াংশ আসন ! জনমত নেওয়া জননেতার কাজ, কিন্তু তাদের মত আগে থেকে নিজেদের মত বলে চালিয়ে দেওয়া কোন সুস্থ্য রাজনীতিবিদদের কাজ নয়। চিরকাল এক ভাবে এক দল শাসন করে যাবে তা হতে পারে না। তাহলে বামপন্থীরা দীর্ঘ্য ৩৫ বছর পর চলে যেত না। জম্মু , হরিয়ানায় , মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড় , দিল্লি একটার পর একটা রাজ্যে সুশৃঙ্খল জনমতের রায় আবার ও বুঝিয়ে দিলো ভারতবাসী শান্তির পক্ষে। যে কোন দল নির্বাচিত হবে কিংবা পরাজিত হবে কিন্তু জয় হবে গণতন্ত্রের। ছয় - সাতটা রাজ্যের নির্বাচন বর্তমান রাজ্যের আঞ্চলিক দলকে শিক্ষা দিয়ে গেল মানুষের রায় নিয়েই গণতন্ত্রের জয় সম্ভব চোখ রাঙানি ভয় দেখিয়ে ভোট লুট করে জোর করে জয় কে জয় বলে মেনে নেওয়া যায় না। দিল্লি বাসী দেখিয়ে দিলেন সুষ্ঠ নির্বাচন কাকে বলে। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত যা সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটাই তৃণমূল স্তর থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। মোদি বিগত ১০ বছরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে মোদি সরকার ২০২৫ বাজেটে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। মোদি সরকার, তিন তালাক রদ করেছে, সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষত করেছে। বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য ৩০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে। ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে ২৮ শতাংশ, এই শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে মহিলা কর্মীর উপস্থিতি। গ্রামাঞ্চলে পিএম আবাস যোজনার ৭০ শতাংশ বাড়ির মালিকানা বা যৌথ মালিকানা দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। মহিলাদের প্রকল্প ‘লাখপতি দিদি’তে জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ২ কোটি মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা আগামী দিনে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হয়েছে। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নিতে পারবেন দেশের মহিলারা। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য একাধিক প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। লোকসভায় ২০২৫-২৬ -এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী সীতারামন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিলেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবার বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিশেষত মহিলা উদ্যোগপতিদের আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ। ২ কোটি পর্যন্ত টার্ম লোনের সুবিধা থাকবে প্রথমবার নারী উদ্যোগপতি যারা, এসসিএসটি উদ্যোগপতিদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী মোদিও নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্পটির প্রশংসা করেছেন। বাজেটে গিগ কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধার প্রবর্তন করা হয়েছে, যারা প্রথমবারের মতো ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত হবেন, যা নতুন যুগের অর্থনীতির ক্ষমতায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। এবারের বাজেটে প্রথমবার যে নারীরা উদ্যোগপতি হতে যাচ্ছেন তাঁদের লোনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধীনে সমস্ত কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সুযোগ সুবিধা। দারিদ্রতা দূরীকরণ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি করে অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। ২০২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে বিশেষ স্বাস্থ্য ২.০ প্রকল্পের আওতায় ৮ কোটি শিশু, ১ কোটি অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতির পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন ২০ লক্ষ মহিলা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা প্রসারিত করা হয়েছে, ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছে। উপরন্তু, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১০৯ টি নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসলের বীজ চালু করা হবে। গরীব স্তম্ভের অধীনে, সরকার নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য আরও ভাল সহায়তা নিশ্চিত করে সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিকে উন্নত করার পরিকল্পনা করেছে। যুব উদ্যোগগুলি শীর্ষ সংস্থাগুলিতে ১ কোটি যুবকদের জন্য ইন্টার্নশিপ দেওয়ার পরিকল্পনা সহ চাকরি সৃষ্টি এবং দক্ষতা বিকাশের উপর ফোকাস করে। অন্নদাতা স্তম্ভটি কৃষি উৎপাদনশীলতার উপর জোর দেয়, কৃষকদের সমর্থন করার জন্য উচ্চ ফলনশীল শস্যের জাত প্রবর্তন করে। ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য জমির ভাড়া, খামারের মজুরি এবং ফসল-পরবর্তী খরচের উপর ভিত্তি করে, এমএসপি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। কভারেজ ২৩ টি পণ্যের বাইরে প্রসারিত হবে, আরও কৃষকদের উপকৃত করবে। কৃষকদের সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। ২০২৫ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ফোকাস কৃষি পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, কৃষিতে প্রযুক্তির প্রচার এবং প্রাকৃতিক চাষের দিকে কৃষকদের উৎসাহিত করা। ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) দেশের ৪০০ জেলায় ডিপিআই ব্যবহার করে খরিফ ফসলের ডিজিটাল জরিপ করার লক্ষ মাত্রা ছিল বিগত বাজেটে এই বাজেটে তা বাড়ানো হয়েছে। যাতে প্রায় ১০ কোটি কৃষক এবং তাঁদের জমির বিবরণ যুক্ত করা হবে। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এ ১ লক্ষ কোটি কেন্দ্রীয় ব্যয় সহ পাঁচ বছরের মধ্যে শীর্ষ কোম্পানিগুলিতে ১ কোটি যুবকদের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রদানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে এই বাজেট। লোকসভা ভোটের পূর্বে ৭০ উর্ধ্ব প্রবীণদের জন্য ‘ বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৭০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন । তাদের ‘আয়ুষ্মান বয়ঃ বন্দনা’ কার্ড দেওয়া হবে। স্কিমটির সুবিধা পেতে চান এমন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি ‘ আয়ুষ্মান বয়ঃ বন্দনা কার্ড ‘ রাখতে হবে। সমগ্র ভারতবাসী সঙ্গে বঙ্গ বাসীদের সুবিধা পাইয়ে দিতে প্রস্তুত নরেন্দ্র মোদি, সমস্ত বঙ্গ বাসীদের উন্নয়নের জোয়ার আনবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আরএসএস ই আনতে পারে বঙ্গের পরিবর্তন। বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আরএসএস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন। আরএসএস নির্ভরতায় ছাব্বিশের ভোট হলে বঙ্গে বিজেপি’র সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিশ্চিত।

গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। মোদি বিগত ১০ বছরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে মোদি সরকার ২০২৫ বাজেটে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। মোদি সরকার, তিন তালাক রদ করেছে, সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষত করেছে। বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য ৩০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে। ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে ২৮ শতাংশ, এই শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে মহিলা কর্মীর উপস্থিতি। গ্রামাঞ্চলে পিএম আবাস যোজনার ৭০ শতাংশ বাড়ির মালিকানা বা যৌথ মালিকানা দেওয়া হয়েছে মহিলাদের।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার ইতিহাস যখন বিবর্ণ

শুভজিৎ বসাক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং তার প্রেক্ষাপট বাস্তবায়নে যে দেশের অবদান অনস্বীকার্য সেই বাংলাদেশ একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত অথচ তারা ক্রমশঃই যেন অচেনা হয়ে চলেছে পরস্পরের কাছে। বর্তমান বাংলাদেশ যে অধৈর্য্যের সৌহার্য্য দেখিয়ে চলেছে তাতে অনুজ্জ্বল হচ্ছে মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট যার সাথে জড়িয়ে আছে দেশটির স্বাধীন সত্ত্বা, এ যেন দীর্ঘদিন ধরে আড়ালে পরিকল্পিত ছিল, শুধুই বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিভাজিত হওয়া পাকিস্তানের দুটো আলাদা ভূখণ্ড স্থির করা হয় তার অন্যতম হল ভারতের প্রতিবেশী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৬০ ভাগ লোকের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দুকে পূর্ববাংলার মানুষের ওপরে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে থাকে। তখন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার তাগিদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে জাতি-ধর্ম সবকিছু ভুলে ওপার বাংলার বাঙালিরা আপোশহীন সংগ্রাম করতে রাজপথে নামেন, বিশ্বব্যাপী যা অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই দাবিতে পাকিস্তানি সরকারের ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বাঙালি ছাত্র ও সমাজকর্মীরা মিছিলে সামিল হলে আন্দোলনরতদের উপর বর্বর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিক, সালাম, আব্দুল জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকত-সহ অনেক তরুণ শহীদ হন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি রাতেই রাজশাহী কলেজ চত্বরে একুশের প্রথম শহীদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে যে স্থানে পুলিশ গুলি করেছিল সেখানে ছাত্ররা শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহীদ শফিউরের পিতা মৌলবী মাহবুবুর রহমান এটির উদ্ভাবন করেন। এর দীর্ঘদিন পরে মুক্তিযোদ্ধাদের অক্লান্ত লড়াই ও আত্মত্যাগের পর ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়, যে দেশের ভিত্তি ছিল বাংলা ভাষা। ইতিহাসের পাতায় শুধু ভাষার জন্য আন্দোলন এবং নতুন দেশের জন্ম; এর দ্বিতীয় কোনও উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধু মাতৃভাষার মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি বরং বিশ্বের প্রায় ছয় হাজার ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার এক মহান মর্যাদা আদায় করে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে যা বিশ্বের প্রায় ১৯১টি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই সামগ্রিক কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই বাংলাদেশের তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের অথচ সেসব ঐতিহাসিক তথ্য ভুলে গত ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠেছে যেখানে মূলতঃ ভারতবিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন উগ্রবাদীদের আক্রমণে দেশের বহু স্থাপত্য যেমন নষ্ট করা হয়েছে একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শহীদ মিনারও। ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় প্রখ্যাত বিশিষ্টজনদের ভিটেমাটি, একইসাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা মুছে অন্য রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের বন্দোবস্তও করা হচ্ছে যেহেতু তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতেরও প্রণেতা! একইসাথে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে নতুন বাংলাদেশ এগিয়ে চলার শপথ নেয় নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে তাঁর অবদানকেও ধূলিস্যাৎ করার নারকীয় দৃশ্য উঠে এসেছে। অর্থাৎ যে বাঙালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে তাকে সাকার করেছিল সেই বাঙালিই আজ রাজনীতির আড়ালে মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ইস্যুতে একে অন্যের শত্রু হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন রক্তক্ষয়ী হিংসাত্মক ঘটনার খবর বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছে এবং এহেন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ও বাস্তব অনেকটা বিবর্ণ হয়েছে এই মর্মস্পর্শী বেদনা সমগ্র বাঙালি জাতির মনে ও ভারত-বাংলাদেশের দুই স্বাধীনচেতা উর্বর রাষ্ট্রসত্ত্বাতেও আঘাত হেনেছে। ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্বকে উজ্জল করে রাখুক, তাতেই শহীদের রক্ত তৃপ্ত হবে।

গত ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠেছে যেখানে মূলতঃ ভারতবিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন উগ্রবাদীদের আক্রমণে দেশের বহু স্থাপত্য যেমন নষ্ট করা হয়েছে একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শহীদ মিনারও। ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় প্রখ্যাত বিশিষ্টজনদের ভিটেমাটি, একইসাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা মুছে অন্য রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের বন্দোবস্তও করা হচ্ছে যেহেতু তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতেরও প্রণেতা! একইসাথে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে নতুন বাংলাদেশ এগিয়ে চলার শপথ নেয় নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে তাঁর অবদানকেও ধূলিস্যাৎ করার নারকীয় দৃশ্য উঠে এসেছে।

অকাল বৃষ্টির ফলে ক্ষতির মুখে আলুচাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশকিছু অংশে শিলাবৃষ্টির কারণে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন জেলার চাষিরা। যদিও বৃষ্টির কারণে জেলায় ধান চাষে কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছে কৃষি দফতর। তবে, আলু চাষের ক্ষেত্রে বেশকিছু পরামর্শ মেনে চলার কথা জানানো হয়েছে।

জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলায় গড়ে ৩৫-৪৫ মিলি মিটার বৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে, জামালপুর ব্লকের পর্বতপুর, জোতশ্রীরাম, শিয়ালী, মাঠশিয়ালী,কোড়া ও বর্ধমান ১ ব্লকে বেশকিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টি দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে, জামালপুর ব্লকে আলু চাষের জমি রয়েছে। শিলাবৃষ্টির কারণে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। জামালপুরের কৃষক বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন মাঠে এখনো যা জল দাঁড়িয়ে আছে তাতে আলু পাওয়া সম্ভব খুব কম।

তিনি এও বলেন, ধান চাষে সেভাবে দাম পাওয়া যায় না। তাই আলু চাষের ওপর নির্ভর থাকতে হয় তাদের। কিন্তু যে ভাবে বৃষ্টির কারণে আলুতে ক্ষতি হয়েছে তাতে দেনা মেটানো সম্ভব হবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি।

কৃষক কালিদাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৃষ্টির ফলে জমিতে বেশ ক্ষতি হবে। ধার দেনা করে চাষ করতে হয় এ বছর। কী ভাবে দেনা শোধ করবেন সেই নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন। সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যাতে সরকার বিমার ব্যবস্থা করেন। বিমার টাকা পেলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আর এক কৃষক প্রভার সাঁতরাও বলছেন ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে, এবার সরকারের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন তিনিও। এই বিষয়ে ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জীবুল ইসলামকে বহুবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ৭১ হাজার ৮০০ হেক্টর এলাকায় আলু চাষ হয়ে থাকে। এরমধ্যে জ্যোতি আলু, পোখরাজ প্রজাতির আলু চাষ হয়ে থাকে প্রায় ৭ হাজার হেক্টর এলাকায়। এই আলু তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির কারণে মাঠে থাকা আলু পচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যোতি আলু পরিণত হতে এখনও তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জ্যোতি আলু চাষেও ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করছেন চাষিরা। জেলা কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের পর বৃষ্টিপাতের সেভাবে পূর্বাভাস নেই। আলু চাষ মূলত উঁচু জমিতে হয়ে থাকে। ফলে আলু চাষ ক্ষতির সম্ভাবনা সেভাবে দেখছে না কৃষি দপ্তর। তবে, রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে আলু চাষিদের বেশকিছু পরামর্শ মেনে চলা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা নুকুল চন্দ্র মাইতি জানান, বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকঘণ্টা বৃষ্টির পর জেলায় আর বৃষ্টিপাত হয়নি। জেলায় আলু চাষের এলাকা ছাড়া অন্য অংশের জমিতে বোরো ধান রয়েছে। ধান চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত সহায় হবে। তবে আলু চাষীদের ফসল বাঁচাতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যেসব আলু জমিতে জল জমে রয়েছে সেখানে শীঘ্রই জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে নির্দিষ্ট স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি ব্লকের আধিকারিকদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পাঠানো হয়েছে। এলাকার প্রতিটি ব্লক দফতর থেকে এই বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারবেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ALLAHABAD
[A Govt. Of India Undertaking]

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
মেল আইডি : zokolkatacentral@indianbank.co.in

সংশোধনী

বিজ্ঞাপনে স্টার্ডার্ড এবং একদিন ১৫.০২.২০২৫ সংস্করণে আমাদের পূর্বের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গতিরেখে ফাইভ পয়েন্ট জুপিং, শ্যামবাজার শাখা সংযুক্তি শ্যামবাজার শাখার সহিত বিলম্বিত করা হয়েছে ২৪.০৩.২০২৫ পর্যন্ত ২৮.০২.২০২৫ নির্ধারিত তারিখের পরিবর্তে, অনিবার্য কারণে। পূর্বের বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্যে দুঃখিত।

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]

কলকাতাস্থ ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কলকাতা

মিস.অ্যাপিল নং ০৮-২০২৫ সালের অ্যাপিল ডায়েরি নং ২১-২০২৫ সালের

(সংশ্লিষ্ট নির্দেশ তারিখ ১৯.০৯.২০২৪ প্রেক্ষিত জারি আইএ নং ১৩৬৬/২০২৩ এবং আইএ নং ২৫৩১/২০২২, এস এ নং ২১৭-২০২০ সালের মাননীয় ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -৩, কলকাতা সমীপে থেকে নিষ্পত্তি।)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য
বনাম
মেসার্স বেঙ্গল জিওঁ সার্ভিসেস
একটি অংশীদারি সংস্থা আশীষ প্রসেনজিৎ কুমার পালিত এবং অন্যান্য কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী

সমন

প্রতি,
১. প্রসেনজিৎ কুমার পালিত, পিতা প্রয়াত নিখিল রঞ্জন পালিত সাকিন ফ্ল্যাট নং সি-১, ৪র্থতল, লিটল হার্ট অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭১,পি কে গুহ রোড, কলকাতা ৭০০০২৮ (বিবাদি নং ২)

........বিবাদি

১. যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের (সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৮ ধারা অধীনে আপনাদের বিরুদ্ধে ১এ নং ১৩৬৬/২০২৩ এবং ১এ নং ২৫৩১/২০২২, এস এ নং ২১৭-২০২০ সালের অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছেন মহামান্য ডিআরটি-৩, কলকাতা নির্দেশ জারি এবং অন্যান্য সমাধানের জন্য। আপনাদের সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনাল সমীপে লিখিত বিবৃতি পেশ এবং হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হচ্ছে সকাল ১০.৩০ টার মধ্যে এবং বা অব্যবহিত সময়ের মধ্যে ০৬.০৩.২০২৫ তারিখে ট্রাইবুনালের সুবিধা মতো সংশ্লিষ্ট দাবির উত্তর দিতে।
২. আপনারা কোনও নথি দাখিল করতে চাইলে তা লিখিত বিবৃতির সঙ্গে তালিকা করে দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং হাজিরার মেমো দাখিল করবেন সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনালে হাজির হওয়ার সময়ে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথ নির্দেশিত মতে আইনজীবী/অ্যাডভোকেট দ্বারা।
৪. আরও অবগত হোন আপনাদের সংশ্লিষ্ট তারিখে এবং সময়ে অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল, কলকাতা

বালিঘাট পরিদর্শনে মাফিয়াদের বিক্ষোভের মুখে জিতেন্দ্র তিওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: অজয় নদ থেকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি তোলার অভিযোগ পেয়ে সরজমিনে এলাকা পরিদর্শনে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়ল বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র ও পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তুমুল বিক্ষোভের ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল অজয় নদের দরবারডাঙা এলাকায় ।

শুক্রবার সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ জামুড়িয়ার দরবারডাঙা ঘাটে পরিদর্শনে যান জিতেন্দ্র তেওয়ারির সঙ্গেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকর্মী। সে সময়ই বেশ কয়েকজন যুবক তাদের ঘিরে ধরে, শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। জিতেন্দ্র তেওয়ারি গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। এই ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ। পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হতে দেখেই পুলিশ দু'পক্ষকেই সামাল দেয়।

এদিন জিতেন্দ্র তেওয়ারি দাবি করেন যে, কয়েকজন ব্যক্তিকে বিরোধীরা ভুল বুঝিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়েছেন। যদিও তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সুবিধে অসুবিধের বিষয়গুলি জানার পর ফিরে আসেন। তিনি দাবি করেন যে, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি উত্তোলনের কারণে জল সমস্যা তীব্রতর হতে পারে এই বিষয়টিকে নজরে রেখেই যাতে এলাকায় সঠিকভাবে কাজকর্ম হয় ও জল সমস্যা যাতে কোন অসুবিধে না হয় সে বিষয়টি স্পষ্ট করতেই তিনি এলাকা পরিদর্শনে যান। জিতেন্দ্রবাবু বলেন, যারা এই ধরনের অসামাজিক কাজ করছে তারা জামুড়িয়ার মানুষের ভালো চায় না। কেননা এভাবেই জল প্রকল্পের সামনে থেকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বালি তোলা হলে আগামী দিনে জামুরিয়ার মানুষ তীব্র জলকষ্টে পড়বেন। পুলিশ দু'পক্ষকে সামাল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

নিম্নচাপের বৃষ্টির সঙ্গে ডিভিসির ছাড়া জলে জলমগ্ন জমির আলু তোলার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানন্দপুর। এখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এই নিত্যানন্দপুরের অধিকাংশ কৃষকদের জমিতে রয়েছে এখন আলু চাষ। গত বর্ষায় ডিভিসির ছাড়া দামোদর নদের জলে এই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল নষ্ট হয়েছিল বিঘার পর বিঘা সবজির জমি। সেই দুঃখ কষ্ট ভুলে পুনরায় তারা আলু চাষ করেছে মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে। আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো এই আলু ঘরে তুলে নিতে হত কৃষকদের কিন্তু তার আগে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল কৃষকদের মাথায়।

বৃহস্পতিবার নিম্নচাপের জেলে দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে আলু জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে তাতেই আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিন্তা বেড়েছিল কৃষকদের। রাত পেরোতেই তাদের এই আতঙ্ক বাস্তবে পরিণত করল ডিভিসির ছাড়া জলে। কারণ এখন চলছে বোরো ধানের চাষ স্বাভাবিকভাবেই ডিভিসি বোরো চাষের জন্য জল ছেড়েছে ক্যানেলে। চাষের জন্য ডিভিসি যে পরিমাণে জল ছেড়েছে বৃষ্টির জলে ডিভিসির জল তিন চার গুণ বেড়েছে। যার ফলে ডিভিসের ক্যানেলে উপচে জল কৃষকদের চাষের জমিতে গিয়ে প্লাবিত হয়েছে। এক ঝলকে দেখে আপনার মনেই হতে পারে এলাকায় বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি কৃষকদের। এক কোমর জলের তলা থেকে কোনও ক্রমে আলু তুলে শেষ রক্ষা করছে কৃষকরা। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই এলাকার কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে তারা কী করবেন ভেবে কুল পাচ্ছেন না।

ALL INDIA HOTELIERS CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
(Regn. No: 56/RATH/MIG of 2010 dated 29-03-2010)
Regd. Address:
B/11, Diamond Park, Kolkata-700104
Plot Address: 852, Action Area-2B, Premises No. 32-0596, MIG New Town, Kolkata-700156, West Bengal, India

NOTICE

Election of Board of Directors of the society is going to take place in the O/O JRCS, RATH, Cooperation Dtc, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor). ARO has been appointed for that purpose.

Name of the members of the society:
1. Arindam Bardhan
2. Bhulo Mondal
3. Himanish Bhattacharjee
4. Santanu Ghosh
5. Rakesh Kumar
6. Sunil Kumar
7. Hari Nandan Yadav
8. Sudhir Kumar

If anybody has objection, please Contact :
Apala Sarkar, CDO & ARO
(Cooperation Directorate, RATH Cell WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) within 15 days of publication of this advertisement.

BY ORDER
All India Hoteliers Housing Co-Operative Society Ltd.

লাইনের মাঝে বড় ফাটল, বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আচমকা রেললাইনের মাঝে দেখা দেয় বড় ফাটল। ফের বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল রেল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল ট্রেন। চোখে পড়ে যাওয়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ট্রেন। যাত্রী সহ বেশ কিছুক্ষণ লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। হুগলির বেলমুড়ি স্টেশন রেলগেটের কাছে রেললাইনে ওই ফাটল দেখা যায় শুক্রবার সকালে। আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখার বেলমুড়ি স্টেশনের কাছে ফাটলের খবর পেয়েই ছুটে যান রেলকর্মীরা। তড়িঘড়ি লাইন মেরামত করার কাজ শুরু হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে ১২৫০৯ আপ এসএমভিটি(বেঙ্গালুরু) গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়া এসে গুয়াহাটির দিকে ফিরে যাচ্ছিল এক্সপ্রেস ট্রেনটি।লাইনে বড়সড় ফাটল দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন রেলের গেটম্যানকে। গেটম্যানই সিগনাল 'রেড' করে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেয় ট্রেনটিকে। তৎপরতার সঙ্গে লাইন মেরামতের কাজ করে পুনরায় ট্রেন চালু করা হয়েছে। কেন এমনটা হল? পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানাচ্ছেন, তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য এভাবে লাইনে ফাটল দেখা দেয়। বেলমুড়িতে ৪০ নম্বর গেটের কাছে ওই ফাটল চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিকও হয়ে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সিউড়ি সিধু কানহু মঞ্চে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মুহূর্ত।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সিউড়ি চৈতালি মোড়ে পথ অবরোধ বিজেপির।

হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত হরিপাল গোপীনগর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভা
১১২, আশুতোষ মুখার্জী রোড নিউ বারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত সকল নাগরিকগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভাকে আবর্জনামুক্ত শহরে রূপান্তরিত করার জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল, ২০১৬ এর 'বাই-ল' প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্জ্য উৎপাদন, উৎসে পৃথকীকরণ, বর্জ্য পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি ছয়টি বিষয় সহ বাড়ি, হোটেল, হাসপাতাল, কারখানা, দোকান, তীর্থস্থান, প্রভৃতি স্থান থেকে পৃথকীকৃত জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাবনা এই 'বাই-ল'-তে রয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় নাগরিকদের যদি কোন আপত্তি / অভিযোগ বা সু-চিন্তিত মতামত থাকে তাহলে তা লিখিতভাবে নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভায় আগামী **২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫**-এর মধ্যে জমা করতে অনুরোধ করা হইতেছে। নিউ ব্যারাকপুর শহরকে আবর্জনা মুক্ত রাখতে সকল পৌর নাগরিকদের আন্তরিক সাহায্য নিউ ব্যারাকপুরপৌর বোর্ড কামনা করে।

স্বা/- প্রবীর সাহা
পৌর প্রধান,
নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩ ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. সুশান্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী বানুমাধব ঘোষ নতুনপল্লী, রিষড়া, ভাদুয়া, হুগলি-৭১২২৫০, পব ২. চন্দ্রানী ঘোষ (জামিনদাতা) স্বামী সুশান্ত ঘোষ, নতুনপল্লী, রিষড়া, ভাদুয়া, হুগলি-৭১২২৫০, পব, চন্দননগর শাখা** নিকট বকেয়া **১৯৩০২৩৭ টাকা (উনিশ লাখ তিরিশ হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ১৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.১২.২০২৪ থেকে** সংশ্লিষ্ট পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ চার্জ, ব্যয় নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৯৩০২৩৭ টাকা (উনিশ লাখ তিরিশ হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ১৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.১২.২০২৪ থেকে** সংশ্লিষ্ট পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাম ১ কাঠা ৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৪২, নতুনপল্লি, মৌজা : রিষড়া, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৮৯৭৭-২০১০ তারিখ ১৬.১২.২০১০, বুক নং ১, ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৬০৬৫ থেকে ৬০৭৮, সম্পত্তি সুশান্ত ঘোষের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পি সাহার সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত সড়ক; **পূর্বে :** এস ঘোষের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

স্থান : রিষড়া
তারিখ :২০.০২.২০২৫
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালন আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস। আর এই ভাষা দিবস এমনই এক ভাষা দিবস যে দিবস সকল মানব জাতিকে মিলিয়ে দেয়। রাজনীতির উর্ধ্বে, দল মত নির্বিশেষে, জাতি, ধর্ম ব্যতিরেকে হাজার হাজার মানুষ কে একই পতাকা তলে হাজির করিয়ে মিলন উৎসবে মিলিয়ে দিয়েছে। এমনই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আরামবাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট 'সবুজায়ন'। সবুজায়নের আয়োজনে প্রতিবারের মতো এবারেও আরামবাগ শহরে সারা দিন ধরে ভাষা দিবসে শহিদ স্মরণে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেই উপলক্ষে সকালেই শহরজুড়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সেই শোভাযাত্রায় নেই কে! বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা হাজির হন।

আবার সবুজায়নের অনুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শব্দ দূষণ দূরে রেখে লাউড স্পিকার বর্জন করে, মাইক ব্যবহার না করে পদযাত্রায় গান গেয়ে শুরু হয়। আরামবাগের বিবেকানন্দ স্কোয়ারে স্বামীজির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শেষ হয় আরামবাগ নেতাজি মোড় হয়ে রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে নানান ধরনের অনুষ্ঠান।আর সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যের বার্তা দেন সবুজায়নের কর্ণধার ডাঃ মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'আত্ম প্রতিষ্ঠার দিন। আত্ম পরিচয়ের দিন। আমরা দেখেছি যে মাতৃভাষাকে কেমন ভাবে ভালোবাসা যায়। তার জন্য ঢাকায় কয়েকজন তরুণ যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যে রক্ত ঝরিয়ে ছিলেন, তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপনে এই দিনটা আমরা পালন করি প্রতি বছর। আমরা পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি যে মাতৃভাষাকে কেমন ভাবে ভালোবাসা যায়।১৯৯৯ সালে এটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আমরা সবুজায়নের পক্ষ থেকে এইভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দিনটা পালন করি।'

শুক্রবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসেই সরকারি দপ্তর ও আদালতে বাংলা ভাষায় কাজের দাবি তুলে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক এসোসিয়েশন আরামবাগ শাখার সদস্য সদস্যারা। আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তরে এই দিন ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেন। তাদের দাবি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। তারা রীতিমতো মিছিল করে মহকুমাশাসকের কাছে হাজির হন। অপরদিকে আরামবাগ মহাকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগ ও মহকুমা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল মহকুমা গ্রন্থাগারের সভা কক্ষে। অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবাশিস শেঠ ও বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ স্বপন লাহা, শৈলেন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেছেন বিভাংশু দত্ত। আরামবাগের বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। ভাষা দিবসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিদগ্ধ মানুষজন।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

পশ্চিম মেদিনীপুর আঞ্চলিক অফিস
সি/৭ অরবিন্দ নগর, ১ম ফ্লোর, জাজেস কোর্ট রোড
পোস্ট- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে তাদের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগকে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ ও চার্জ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র.নং শাখার নাম ই-মেইল	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	১) ১৩(০২) এর তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবির পরিমাণ
(১) আগুই bmash@bgvbank.co.in	১) শ্রী সুখেন্দু বেরা, পিতা-নির্মল বেরা, গ্রাম শ্যামসুন্দরপুর, পোস্ট-সুমিত্রাপুর, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬ (ঋণগ্রহীতা)। ২) শ্রী নির্মল বেরা, পিতা- বৈকুণ্ঠ বেরা, গ্রাম শ্যামসুন্দরপুর, পোস্ট- সুমিত্রাপুর, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬ (জামিনদার)। ৩) শ্রী শৈলেন বেরা, পিতা-নির্মল বেরা, গ্রাম শ্যামসুন্দরপুর, পোস্ট-সুমিত্রাপুর, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬ (জামিনদার)।	জমি এবং ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা শ্যামসুন্দরপুর এ জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার দলিল নং ৪১২৪/১৯৮৭ তারিখ- ১০.১১.১৯৮৭ জেএল নং ১১১, খতিয়ান নং ১২৫, প্লট নং ৪৬৬ এবং ৫০৩, জেলা- ঝাড়গ্রাম, এলাকা ২.০ ডেসিমেল, শ্রেণীবিভাগ- বাস্তু, শ্রী নির্মল বেরা এর নামে, পিতা- বৈকুণ্ঠ বেরা, গ্রাম শ্যামসুন্দরপুর, পোস্ট- সুমিত্রাপুর, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬ এ.ডি.এস.আর. গোপীবল্লভপুর, পঃবঃ অফিসে নিবন্ধিত, বই নং-১, খণ্ড নং-৫০, পৃষ্ঠা-১২৩ থেকে ১২৫-এ লিপিবদ্ধ।	১) ২৩.০৭.২০২৪ ২) ১৮.০২.২০২৫ ৩) ₹ ১,৮৩,৪৮২.০০ (এক লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো বিরাশি টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি সহ ।

তারিখ: ২২.০২.২০২৫
স্থান: মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
পশ্চিম মেদিনীপুর আঞ্চলিক অফিস

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
মধ্যমগ্রাম শাখা

স্বর্ণ অলংকার নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতাদের ব্যাঙ্কের নিকট নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের অনুকূলে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার নিলামের জন্য সাধারণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক প্রেমিসেস ২য়তল, বি এম হাউস, চৌমাথা, মধ্যমগ্রাম সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম পুরসভার নিকট, কলকাতা, পিন ৭০০১৩০ ঠিকানায়০৩/০৩/২০২৫ তারিখ বিকেল (০৫ টা) নিলাম সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকারের বিবরণ	মোট ওজন গ্রাম	ইএমডি টা,	সংরক্ষিত মূল্য
১.	১৯৯৯৬৭১১০০০৮৩০৫৮	**শেখ মশির আলি,** যোগাযোগের ঠিকানা : দারিয়ালা পূর্বপাড়া চণ্ডীগড় রোহান্ডা দারিয়ালা মসজিদ উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৩২, ভারত,	২টি রিং ২টি চেন	৩৪.৭০	২২,১৬৩ টাকা ৩ শতাংশ জিএসটি সহ ২২,৮২৮ টাকা	২,২১,৬৩০ টাকা ৩ শতাংশ জিএসটি সহ ২,২৮,২৭৯ টাকা

ব্যাঙ্ক নির্ধারিত বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি সাপেক্ষে, নিলাম সম্পাদিত হবে, একটি কপি মধ্যমগ্রাম শাখায় ২৪.০২.২০২৫ থেকে ২৮.০২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে, আগ্রহী পক্ষ তা দেখতে পারেন। নিলামে অংশ গ্রহণকারী ডাকদাতা বিক্রয়ের উক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত আছেন বলে ধরা হবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৮.০২.২০২৫।

স্বা/-
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০২.২০২৫
অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, মধ্যমগ্রাম শাখা

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা লি -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা লি**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১/০৩/১৯৩৩
৩.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/ নিবন্ধিত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়বিলিটি	U15432WB1933PTC007599
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	মার্কেন্টাইল লিল্ডিং , ৯/১২ লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
৬.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২০.০২.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের দেউলিয়া শুরুর তারিখ	২০.০২.২০২৫
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	মনীষ জৈন, আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
৯.	বোর্ডের নিকট নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	মনীষ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস, রুম নং ৩০৩, ৪র্থতল, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১২, ইমেল আইডি : **ipcamanishjain@gmail.com**
১০	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	মনীষ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস, রুম নং ৪০২, ৫মতল, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১২, ইমেল আইডি : **ipcamanishjain@gmail.com** **ibc@sasamusasugar.com** মোবাইল নং : ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
১১	দবি দাখিলের শেষ তারিখ	২২.০৩.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা লি**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **২০.০২.২০২৫**, লিকুইডেশন কোড-এর ৩৩ ধারা অধীনে।
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা লি-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২২.০৩.২০২৫** তারিখে (লিকুইডেশন শুরুর তারিখ থেকে ৩০ দিন) লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ২২.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
মণীশ জৈন
আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা. লি. -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা লি
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৩/০৯/১৯৮৯
৩.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/ নিবন্ধিত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/লিমিটেড লায়বিলিটি	U65993WB1989PTC047573
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩/২এ, প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৬
৬.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৫.০১.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১৬/০১/২০২৫ (নির্দেশের কপি প্রাপ্তির তারিখ ২০/০২/২০২৫)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	বাসুদেও আগরওয়াল, রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00186/2017-18/10365
৯.	বোর্ডের নিকট নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	৫, ফ্যান্সি লেন, ৪র্থতল, রুম নং ৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ইমেল : vdainfo@gmail.com
১০	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	৫, ফ্যান্সি লেন, ৪র্থতল, রুম নং ৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ইমেল : liquidator.mfspl@gmail.com
১১	দবি দাখিলের শেষ তারিখ	২২/০৩/২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা লি**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **১৬.০১.২০২৫**।
মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা লি-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২২.০৩.২০২৫** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

বাসুদেও আগরওয়াল
মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা লি.এর লিকুইডেটর
তারিখ : ২২.০২.২০২৫
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00186/2017-18/10365
স্থান : কলকাতা
এএফএ নং : AA1/10365/02/311225/107546 এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ব্রিক অ্যান্ড মোটর রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**ব্রিক অ্যান্ড মোটর রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৭.০৮.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70101WB2007PTC117693
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৫৩, জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৮.০২.২০২৫ (নির্দেশ ডাউনলোড করা হয়েছে ১৯.০২.২০২৫ তারিখে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭.০৮.২০২৫ (সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**চন্দ্র কুমার জৈন** IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, রুম নং ৮১৬, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ ckcacs@yahoo.co.in
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**চন্দ্র কুমার জৈন** পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, রুম নং ৮১৬, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : cirp.bmrpl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.০৩.২০২৫
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	শ্রেণির নাম : আইআরপি সহিত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং	Web link: www.ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, রুম নং ৮১৬, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : cirp.bmrpl@gmail.com
	(খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে **ব্রিক অ্যান্ড মোটর রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **১৮.০২.২০২৫** তারিখে।
ব্রিক অ্যান্ড মোটর রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০৪.০৩.২০২৫** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

চন্দ্র কুমার জৈন
তারিখ : ১৯.০২.২০২৫
আইআরপি ব্রিক অ্যান্ড মোটর রিয়েলটি প্রা. লি.
স্থান : কলকাতা
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India
ভারত সরকার কা উপক্রম / A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
কর্মরত : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেল: ubin0554731@unionbankofindia.bank

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইন অধীনে)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১১.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **'অনলাইন ই-নিলাম'** বিক্রি করা হবে **ওয়েবসাইট https://baanknet.com** এবং **বাঙ্কনেট ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১১ মার্চ, ২০২৫ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা

বিড / ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু বা তার আগে

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার বাঙ্কনেট ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) মালিক/গণের নাম ঘ) সম্পত্তি আইডি (বাঙ্কনেট পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাকের বর্ধিতকরণ এবং ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক) মেসার্স লাখদেও প্লাস্টিক ট্রেডিং** **খ) সম্পত্তি :** প্রায় ১ কাঠা ১১ ছটাক ২২ বর্গফুট অর্থাৎ কমবেশি ১২৩৭ বর্গফুট বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর প্রায় ৭০০ বর্গফুট পরিমাপের শেড কাঠামো এবং যা সিরিটি মৌজার অধীনে অবস্থিত, জেএল নং ১১, আরএস নং ১৮৫, খতিয়ান নং ৩৬০, দাগ নং ১১১ (পি), ওয়ার্ড নং ১১৬, জমির হোল্ডিং নং ৬৪ (পূর্বতন), জমির হোল্ডিং নং ৬৪বি (বর্তমানে) কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, যার ডাক ঠিকানা - ৩০০, রায় বাহাদুর রোড, পোস্ট - নিউ আলিপুর, থানা-বেহালা, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), সাব-রেজিস্টার্ড অফিস - আলিপুর কলকাতা - ৭০০০৫৩। **(মেসার্স লাখদেও প্লাস্টিক ট্রেডিংয়ের মালিকানাধীন) নিম্নলিখিতভাবে পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- শ্রী মোহন মণ্ডলের কারখানার শেড, এস পি ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা, পশ্চিম- ৮' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা, উত্তর- ২০ ফুট কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ- শ্রী প্রদীপ দাস এবং শ্রী স্বপন পারেখের কারখানার শেড দ্বারা। **গ) মেসার্স লাখদেও প্লাস্টিক ট্রেডিং** **ঘ) UBINKOLARB2505**	ক. ৩৬,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৬৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩৬,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৬৭,৯৬,৪০৭.০০ টাকা** (সাতষট্টি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত সাত টাকা মাত্র) **০৭.১০.২০২১** অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) মেসার্স সান এন্টারপ্রাইজেস** **খ) সম্পত্তি :** ডি/২-এ অবস্থিত জমি, পরিমাপ ৩ কাঠা ১ ছটাক ২৫ বর্গফুট প্লট ডি/২, মৌজা গাঁতি, জে এল, এলআর এবং আর এস দাগ নং ৩৮২ আরএস খতিয়ান ২৭১ বর্তমান এলআর খতিয়ান ৩৬৭, ১৯, ২২০, ২৯৫, ১১২ এবং ৩৯৮ পোস্ট-গঙ্গানগর থানা- এয়ারপোর্ট, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১, সল্টলেক, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী মধুমিতা ঘোষ এর মালিকানাধীন। চৌহদ্দি- উত্তরে- প্লট ডি/১ দ্বারা, দক্ষিণে- প্লট ই, ই/২ দ্বারা এবং ৬ ফুট কমন প্যাসেজ দ্বারা, পূর্বে- প্লট ডি, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৮২৭ দ্বারা। **গ) শ্রীমতী মধুমিতা ঘোষ** **ঘ) UBINKOLARB0913**	ক. ১০,৪০,০০০.০০ টাকা খ. ১,০৪,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১০,৪০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**২৮,১৪,৪৬৬.৯৭ টাকা** (আঠাশ লক্ষ চোদ্দো হাজার চারশত ছেষট্টি টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০২৪** অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ** **খ) সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ১ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। **গ) শ্রীমতী সহেলী রানা** **ঘ) UBINKOLARB9892A**	ক. ২০,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২০,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৫৩,০৪,০৪৬.১৪ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ চার হাজার ছেচল্লিশ টাকা এবং চোদ্দো পয়সা মাত্র) **০২.০৯.২০১৯** অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) বাস্তবিক দখল**
৪.	**ক) মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ** **খ) সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৫ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। **গ) শ্রীমতী সহেলী রানা** **ঘ) UBINKOLARB9892B**	ক. ২০,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২০,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৫৩,০৪,০৪৬.১৪ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ চার হাজার ছেচল্লিশ টাকা এবং চোদ্দো পয়সা মাত্র) **০২.০৯.২০১৯ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) বাস্তবিক দখল**
৫.	**ক) মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ** **খ) সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৬ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় -তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। **গ) শ্রীমতী সহেলী রানা** **ঘ) UBINKOLARB9892C**	ক. ২০,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২০,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৫৩,০৪,০৪৬.১৪ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ চার হাজার ছেচল্লিশ টাকা এবং চোদ্দো পয়সা মাত্র) **০২.০৯.২০১৯ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) বাস্তবিক দখল**
৬.	**ক) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **খ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২ কাঠা, ১১ ছটাক ১২ বর্গফুট কারখানা জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, অবস্থিত মৌজা : গোবিন্দপুর, জেএল নং ৮১, আরএস নং ৩০৩, দাগ নং ৪৭৭ এবং ৪৭৮, খতিয়ান নং ২৮৩, শ্রীরামপুর হসপিটাল রোড, মালঞ্চা, পো: গোবিন্দপুর, থানা : সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৪৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লঙ্গন বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড**, চৌহদ্দি : উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক,; দক্ষিণে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ৪৭৭ এবং ৪৭৮; পূর্বে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ৪৭৭; পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ৪৭০। **গ) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ) UBINKOLARB2380A**	ক. ১,০৮,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ১০,৮৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১,০৮,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৮,৮১,০৮,২৯২.৪২ টাকা** (আট কোটি একাশি লক্ষ আট হাজার দুইশত বিরানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৮২৮/২০২৩ এবং এসএ নং : ৬০৫/২০২৪ ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
৭.	**ক) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **খ) সম্পত্তি :** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৩.২৫ কাঠা জমি এবং ফ্যাক্টরি শেড এবং তদস্থিত মেশিনারি সংস্থিত/সংলগ্ন অবস্থিত মৌজা : গোবিন্দপুর, জেএল নং ৮১, তৌজি নং ৬, আরএস নং ৩০৩, দাগ নং ৪৭৫ (অংশ), শ্রীরামপুর হসপিটাল রোড, মালঞ্চা, পো: গোবিন্দপুর, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লঙ্গন বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং চৌহদ্দি:** উত্তরে : হলিটেক্স কার্পেট প্রা লি এর সম্পত্তি ;দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ৪৭৬ ; পূর্বে : জমি -মৌজা বৈকুণ্ঠপুর, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ৪৭৭। ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক কারখানা জমি পরিমাণ ১৮ কাঠা ০৫ ছটাক ০৮ বর্গফুট অবস্থিত আরএস দাগ নং ৪৭৫(অংশ), আরএস খতিয়ান নং ৮১, মৌজা : গোবিন্দপুর, জেএল নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ১০৩৬, থানা : সোনারপুর, স্থানীয় সীমা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লঙ্গন বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং চৌহদ্দি:** উত্তরে : ২২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : সারং প্লাস্টিকস প্রা লি এর সম্পত্তি ; পূর্বে জমি মৌজা বৈকুণ্ঠপুর, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ৪৭৭। **গ) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ) UBINKOLARB2380B**	ক. ২,৯৫,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ২৯,৫৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২,৯৫,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৮,৮১,০৮,২৯২.৪২ টাকা** (আট কোটি একাশি লক্ষ আট হাজার দুইশত বিরানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৮২৮/২০২৩ এবং এসএ নং : ৬০৫/২০২৪ ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
৮.	**ক) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **খ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৫ কাঠা ১৪ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত অংশত আরএস দাগ নং ১১৩২, ১১৩৩, ১৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১০৫, ১৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৭৬৫২, মৌজা : বড়েহুগলি, জেএল নং ৮০, আরএস নং ২২০, তৌজি নং ৭১, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লঙ্গন বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নূর মহম্মদ মোল্লার জমি ; দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ১১৩৩; পূর্বে : জমি আরএস দাগ নং ১১৩২ এবং ১১৩৪ ;পশ্চিমে: ১২ ফুট সড়ক। **গ) মেসার্স এস এস টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ) UBINKOLARB2380D**	ক. ৪৪,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ৪,৪৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৪৪,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৮,৮১,০৮,২৯২.৪২ টাকা** (আট কোটি একাশি লক্ষ আট হাজার দুইশত বিরানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৮২৮/২০২৩ এবং এসএ নং : ৬০৫/২০২৪ ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
৯.	**ক) মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ) সম্পত্তি :** ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন উল্লেখ্য দলিল নং ৭৬৭, ফ্যাক্টরি শেড এবং মেশিনারি বেং সমুদয় নির্মাণ পরিমাণ ১২.৩১৩ ডেসিমেল , আরএস দাগ নং ১১৯, ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, ৬২, মৌজা : দক্ষিণ সরাই, আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম দক্ষিণ সরাই, খাসদেলপুর টাকি রোড, পো গুমা, থানা : হাবড়া, জেলা ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০৪। **স্বত্বাধিকারী : নূর ইসলাম শাহাজি।** দলিল নং ৪৬৬৪ রাইস মিল জমি পরিমাণ ১৩.৭১৭ ডেসিমেল, আরএস/এলআর দাগ নং ১২০, ১৩৬, ১৩৭, এলআর খতিয়ান নং ২৯৮, ৪৩৫, ৭৬২, ৯২৮, ১১৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১১১৭ এবং ১০৯১, মৌজা : দক্ষিণ সরাই, আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েথ, গ্রাম : দক্ষিণ সরাই, খাসদেলপুর টাকি রোড, পো : গুমা, থানা : হাবড়া, জেলা : ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০৪, **স্বত্বাধিকারী : মহ নূর ইসলাম শাহাজি।** দলিল নং ৪৬৬৩, রাইস মিল জমি পরিমাণ ১৩.৭১৭ ডেসিমেল আরএস/এলআর দাগ নং ১২০, ১৩৬, ১৩৭ এল আর খতিয়ান নং ২৯৮, ৪৩৫, ৭৬২, ৯২৮, ১১৮৮ আরএস খতিয়ান নং ১১১৭ এবং ১০৯১ মৌজা - দক্ষিণ সরাই আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই, খাসদেলপুর টাকি রোড, পো. গুমা, থানা- হাবরা, জেলা- ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৭০৪ **স্বত্বাধিকারী আবদুর রহমান শাহাজি।** দলিল নং ১১৩৩, ফ্যাক্টরি শেড এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ১৩.৩১৩ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১১৯, ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, ৬২, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই খাসদেলপুর টাকি রোড, পো. গুমা, থানা - হাবরা, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪ **স্বত্বাধিকারী মহম্মদ আবদুর রহমান শাহজি।** দলিল নং ০৪৩৫ ফ্যাক্টরি শেড তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ পরিমাণ ৪.৮৭৫ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম- দক্ষিণ সরাই খাসদেলপুর টাকি রোড, পো. গুমা, থানা- হাবরা, জেলা-২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৭০৪ **স্বত্বাধিকারী মহম্মদ আবদুর রহমান শাহজি।** **গ) মহম্মদ নূর ইসলাম শাহজি এবং মহম্মদ আবদুর রহমান শাহজি** **ঘ) UBINKOLARB1949A**	ক. ১,৪০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১৪,০০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১,৪০,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা** (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং : ৮১/২০২২ ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১০.	**ক) মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ) সম্পত্তি :** দলিল নং ১৬২৯/২০১৭, জমির পরিমাণ ১২.২৫ ডেসিমেল গ্রাম - খোসদেলপুর, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, আরএস নং ২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৭১৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৬, ১৩৭ পো. গুমা, থানা - হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭৪৩৭০৪ **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী সবিকুন নাহার।** **গ) শ্রীমতী সবিকুন নাহার** **ঘ) UBINKOLARB1949B**	ক. ৩,৮৫,০০০.০০ টাকা খ. ৩৮,৫০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩,৮৫০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা** (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ ৮১/২০২২, ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১১.	**ক) মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ) সম্পত্তি :** দলিল নং ৪২০২/২০১৭, জমির পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, গ্রাম - খোসদেলপুর, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৮২০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৬, ১৩৭ পো. গুমা, থানা - হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭৪৩৭০৪ **স্বত্বাধিকারী মহম্মদ আমিনুর মোল্লা।** **গ) মহম্মদ আমিনুর মোল্লা** **ঘ) UBINKOLARB1949C**	ক. ৩,৭৫,০০০.০০ টাকা খ. ৩৭,৫০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩,৭৫০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা** (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ ৮১/২০২২, ডিআরটি - ৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১২.	**ক) শ্রীমতী অনিতা নন্দী** **খ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং জি-১, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৬০ বর্গফুট, ৩ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং, ১ কিচেন, ১ পূজাঘর ২ টয়লেট ১ বারান্দা একতলায় উক্ত শ্রী রাম ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সম্পত্তির প্রথম তফসিলে উল্লিখিত মতে হোল্ডিং নং আরজিএম/২৪/১৩৯ প্রেমিসেস নং এবি-১/২ দেশবন্ধু নগর পোস্ট অফিস দেশবন্ধুনগর, কলকাতা - ৭০০০৫৯ রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৪ অধীন থানা - রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা **চৌহদ্দি** - উত্তরে : অনিমা নন্দীর ভবন, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : প্রয়াত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের ভবন পশ্চিমে : ক্যানাল সাইড রোড **গ) শ্রীমতী অনিতা নন্দী** **ঘ) UBINKOLARB2030**	ক. ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৪,৫০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৪৫,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৩৪,০০,২৪২.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) **০১.১১.২০১৬ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
১৩.	**ক) মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রা. লি.** **খ) সম্পত্তি :** বাস্তু জমি পরিমাণ ০৭ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - সারেঙ্গা, জেএল নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৯০, এলআর প্লট নং ১১২৬, সাব ডিভিশন খাতড়া, থানা - সারেঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, **সম্পত্তি শ্রী কার্তিক ঘোষ-এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১-১৪৫৯/২০১৩ তারিখ ০৫.০৫.২০১৩ অনুযায়ী। **চৌহদ্দি** - উত্তরে : কমলাকান্ত কোলস্টোরেজ প্রা. লি.-এর খালি জমি দক্ষিণে : প্রাইভেট রোড সংযুক্ত সারেঙ্গা ব্রাহ্মণডিহা রোডের সঙ্গে পূর্বে : কমলাকান্ত কোল্ডস্টোরেজ প্রা. লি. পশ্চিমে : শ্রী কার্তিক ঘোষের খালি জমি প্লট নং ১১২৭, ১১২৯, ১১৩০, ১১২৮, ১০৭৮ **গ) শ্রী কার্তিক ঘোষ** **ঘ) UBINKOLARB3905A**	ক. ১২,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১,২০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১২,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা** (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশত তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ/২৬০/২০২১, ডিআরটি-২, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১৪.	**ক) মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রা. লি.** **খ) সম্পত্তি :** বাস্তু জমির পরিমাণ ০৯ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - সারেঙ্গা, জেএল নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৬৩, এলআর প্লট নং ১১১৮, সাব ডিভিশন খাতড়া, থানা - সারেঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, **সম্পত্তি শ্রী কমলাকান্ত সিংহ-এর নামে** দান দলিল নং ২১০০ তারিখ ১৫.০৭.২০১৫ অনুযায়ী। **চৌহদ্দি** - উত্তরে : কমলাকান্ত কোলস্টোরেজ প্রা. লি. দক্ষিণে : প্রাইভেট রোড সংযুক্ত সারেঙ্গা ব্রাহ্মণডিহা রোডের সঙ্গে পূর্বে : শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষের খালি জমি পশ্চিমে : মালিকের খালি জমি **গ) শ্রী কমলাকান্ত সিংহ** **ঘ. UBINKOLARB3905B**	ক. ৩৯,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৯০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩৯,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা** (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশত তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ/২৬০/২০২১, ডিআরটি-২, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১৫.	**ক) মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রা. লি.** **খ) সম্পত্তি :** বাস্তু জমির পরিমাণ ১৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা - সারেঙ্গা, জেএল নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৬৮, এলআর প্লট নং ১০৯৫, সাব ডিভিশন খাতড়া, থানা - সারেঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, **সম্পত্তি শ্রী শিব শঙ্কর সিংহ-এর নামে** দান দলিল নং ২০৯৯ তারিখ ১৫.০৭.২০১৫ অনুযায়ী। **চৌহদ্দি** - উত্তরে : গোপাল সেনের খালি জমি দক্ষিণে : সড়ক - কমলাকান্ত কোল্ডস্টোরেজ প্রা. লি. পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক এবং ক্যানাল বাঁধ পশ্চিমে : কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. **গ) শিবশংকর সিংহ** **ঘ) UBINKOLARB3905C**	ক. ৩২,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,২০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩২,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা** (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশত তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ/২৬০/২০২১, ডিআরটি-২, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১৬.	**ক) মেসার্স ক্রিয়েটিভ ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিজ** **খ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৪ বর্গফুট (১ কাঠা ৩ ছটাক ৮ বর্গফুট প্রতিটি) তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত এবং/বা নং ৭২, বি/২ তপসিয়া রোড, থানা - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **সম্পত্তি শ্রীমতী হুরে লাকুয়া খাতুন-এর অনুকূলে** উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকৃত জেলা রেজিস্ট্রার আলিপুর সমীপে নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৩, পৃষ্ঠা ২৩, ২০১৬ থেকে ২১১২ দলিল নং ০৫৭৫০-২০০৯ সালের। **চৌহদ্দি** - উত্তরে : অংশত ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অংশত জমি এবং নির্মাণ - সাকিনা বিবি, দক্ষিণে - সাহাবুদ্দিনের জমি এবং নির্মাণ পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক পশ্চিমে - মহ. ওসমানের জমি এবং নির্মাণ **গ) শ্রীমতী হুরে লাকুয়া খাতুন** **ঘ) UBINKOLARB2344**	ক. ৪০,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ৪,০৫,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৪০,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**২৪,৯৫,৯০২.৫৭ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত দুই টাকা এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র) **৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
১৭.	**ক) মেসার্স হেমকুন্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড** **খ) সম্পত্তি :** বাণিজ্যিক স্পেস (দোকান সম্পত্তি) অফিস নং ৪২ এবং ৪৩, ৪র্থ তলে এবং ২ কার পার্কিং স্পেস, বেসমেন্টে মোট বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৭ বর্গফুট আনুমানিক বহুতল ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ অর্থাৎ ৩১৪ বর্গফুট অবস্থিত এমএস প্লট নং ২০৮২ ওয়ার্ড নং ৫ রাঁচি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১৫৩৯এ, ওল্ড কমিশনার কম্পাউন্ড থানা - কোতয়ালি থানা নং ২০৫, জেলা রাঁচি, ঝাড়খন্ড **সম্পত্তি শ্রী জোরাওয়ার সিং পিতা সুরজিত সিং-এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে - অফিস নং ৪১, দক্ষিণে - পিছনের অংশে চৌহান আর্কেড পূর্বে - অফিস নং ৪৪ এর পরে সাধারণ চলার পথ পশ্চিমে - পিছনের দিকে চৌহান আর্কেড। **গ) শ্রী জোরাওয়ার সিং** **ঘ) UBINKOLARB2706B**	ক. ৫৬,১০,০০০.০০ টাকা খ. ৫,৬১,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৫৬,১০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১৮,৫০,৪৮০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত আশি টাকা মাত্র) **৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ/৭৯১/২০২৪, ডিআরটি-৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১৮.	**ক) মেসার্স হেমকুন্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড** **খ) সম্পত্তি :** ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন নির্মাণ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত সংস্থাপিত এবং সংলগ্ন এরিয়া পরিমাণ ৫.৪৩ একর (৫৪২.৯৮ ডেসিমেল) অবস্থিত গ্রাম এবং পো. মহীরামপুর থানা - ফলতা, মৌজা - রসুলপুর জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ২৫০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) পিন - ৪৪৩৫০৪ **সম্পত্তি কোম্পানি (মেসার্স হেমকুন্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড) এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি দক্ষিণে : খালি জমি পূর্বে : খালি জমি পশ্চিমে : সড়াইহাট থেকে বিড়লাপুর রোড। **গ) মেসার্স হেমকুন্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ) UBINKOLARB2706E**	ক. ৭,৫৭,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৭৫,৭০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৭,৫৭,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১৮,৫০,৪৮০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত আশি টাকা মাত্র) **৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ/৭৯১/২০২৪, ডিআরটি-৩, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
১৯.	**ক) মেসার্স লিব্রা সেলস কর্পোরেশন** **খ) সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দুতলা ভবন পুর প্রেমিসেস নং ৮৪, ৬৯/১২ সত্যেন রায় রোড, মৌজা - সাহাপুর, জেএল নং ৭৯, তৌজি নং ৯৩ এবং ১০১, খতিয়ান নং ৫০০, দাগ নং ৭৮০, পো. এবং থানা - বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০০৩৪ (সম্পত্তির বিবরণ ৬৪৭৭/১২ দলিলে তারিখ ২৭.০৬.২০১২ অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিবরণ মতে)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পূর্বে : ৬৯/১২/১ সত্যেন রায় রোড পশ্চিমে - ৬৯/১১/১ সত্যেন রায় রোড। **গ) শ্রী বিশ্বরূপ ব্যানার্জি (মেসার্স সেলস কর্পোরেশনের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা প্রয়াত অমরনাথ ব্যানার্জি **ঘ) UBINKOLARB4819**	ক. ৬২,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৬,২০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৬২,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৯৯,০৩,০১০.৪৮ টাকা** (নিরানব্বই লক্ষ তিন হাজার দশ টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) **০৬.০৪.২০১৬ অনুযায়ী** সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খ রচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২০.	**ক) মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজেস** **খ) সম্পত্তি :** জমি এবং ভবন (সম্পূর্ণ তদস্থিত) হোল্ডিং নং ১৭২/এ, গ্রাম - কোরা উত্তরপাড়া ওয়ার্ড নং ২, নজরুল সংঘ ক্লাবের নিকট, এরিয়া ৪২৪৯ বর্গফুট আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮০৩, আরএস খতিয়ান নং ৩২৫, মৌজা - কোরা, **সম্পত্তি ছালাল শেখ-এর নামে,** থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, **স্বত্বাধিকারী ছালাল শেখ।** **গ) ছালাল শেখ** **ঘ) UBINKOLARB8495C**	ক. ৩৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৫০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৩৫,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১,১৪,৭১,৮৫৩.৬৩ টাকা** (এক কোটি চোদ্দো লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত তিপ্পান্ন টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২১.	ক) মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজ খ) সম্পত্তি: হোল্ডিং নং ১০৮/এ-তে জমি ও ভবন, গ্রাম- কোরা উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, নজরুল সংঘ ক্লাবের কাছে, এলাকা - ১৪৪০ বর্গফুট, আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৩০, আরএস খতিয়ান নং ২৩৪, মৌজা - কোরা, **মইদুল শেখ, সম্রাট সেখ, বুলবুল সেখ ও সবুজা খাতুন এর মালিকানাধীন,** থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - ২৪ পরগণা (উত্তর)। **গ) মইদুল শেখ, সম্রাট সেখ, বুলবুল সেখ ও সবুজা খাতুন** **ঘ) UBINKOLARB8495D**	ক. ২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৫০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**১,১৪,৭১,৮৫৩.৬৩ টাকা** (এক কোটি চোদ্দো লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত তিপ্পান্ন টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২২.	**ক) মেসার্স রাধামাধব এন্টারপ্রাইজ** **খ) সম্পত্তি**: দোকান নং ১ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিআইপি গার্ডেন আবাসন, এবি - ৮/২৩, দেশবন্ধু নগর, থানা - বাগুইহাটি, মৌজা - অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, তৌজি নং ৩ এবং ১৬২, সিএস খতিয়ান নং ১৮ এবং ১৫২, আরএস খতিয়ান নং ২০ এবং ২৬২, সিএস দাগ নং ৭১০ (অংশ), ৭১১, ৭১২ আরএস দাগ নং ৬৮১,৬৮২ এবং ৬৮৩/১০৬৩ সম্পর্কিত, এলআর দাগ নং ৯৬৮, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার অধীনে ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরসভা সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। **গ) শ্রী এস.পি. নন্দী ও সুপ্রিয় সুখেন সরকার** **ঘ) UBINKOLARB0395**	ক. ১০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১,০০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**২৫,২১,৯৪৪.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ একুশ হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) **১৩.০৪.২০১৭** অনুযায়ী (অধার্যকৃত সুদ সহ বুক ব্যালান্স) সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২৩.	**ক) মেসার্স সাব এন্টারপ্রাইজ** **খ) সম্পত্তি:** শ্রী সুরজিত দে, শ্রী অভিজিৎ দে এবং **শ্রী বিশ্বজিৎ দে-এর মালিকানাধীন** জমি এবং আবাসিক সম্পত্তি। অবস্থান- ডি/১৩৭, বাঘাযতীন কলোনি, কেএমসির ওয়ার্ড নং ১০২, থানা - যাদবপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৩২-এ অবস্থিত এবং এর সীমানা- পূর্ব- ইপি ৩৪৯, পশ্চিম- ইপি ৩৬৬, ইপি ৩৬৭, ইপি ৩৬৮, উত্তর - রোড, দক্ষিণ - ইপি ৩৬৬, ইপি ৩৬৭, ইপি ৩৬৮। **চৌহদ্দি:** উত্তর - ১৬ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড, দক্ষিণ - সুভাষ ভদ্রের বাড়ির কাছে, পূর্ব - কমল দাসের বাড়ি, পশ্চিমে- অন্যের তিনতলা ভবন দ্বারা। **ঘ) শ্রী সুরজিত দে, শ্রী অভিজিৎ দে এবং শ্রী বিশ্বজিৎ দে** **ঙ) UBINKOLARB5666A**	ক. ৭০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৭,০০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৭০,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৪৩,০৯,৬১৫.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লক্ষ নয় হাজার ছয়শত পনের টাকা মাত্র) **০২.০৫.২০১৯ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
২৪.	**ক) মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **খ) সম্পত্তি**: বাণিজ্যিক তথা আবাসিক জমি, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, মৌজা - চাঁদাবিলা, জে.এল. নং ৪৬১, দাগ নং ১৩২, খতিয়ান নং ২৮৮, থানা - গড়বেতা, নয়াবাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, **শ্রীমতী ঝুলন ঘোষের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৩৭৩৭/২০০৮, ৩৭৩৯/২০০৮, ৩৭৭৭/২০০৮ অনুসারে, যেগুলো এডিএসআর, গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুরে নিবন্ধিত। সীমানা- উত্তর - চন্দ্রকোনা রোড/সারেঙ্গা পিচ রোড, দক্ষিণ - জলাধার/খাল, পূর্ব - অন্যদের খালি জমি, পশ্চিম - ড্রেন/খাল। **ঘ) ঝুলন ঘোষ** **ঙ) UBINKOLARB8330A**	ক. ২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৫০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২৫,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৮,২২,২৪,৫২১.১৬ টাকা** (আট কোটি বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত একুশ টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং: ৫২/২০২২ ডিআরটি-২, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**
২৫.	**ক) মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃলিঃ** **খ) সম্পত্তি:** আবাসিক জমি, পরিমাপ ৫.৯৫ ডেসিমেল, হোল্ডিং নং ১১৬৯/৪৭৭/১ বিধাননগর, বিধাননগর দুর্গা পূজা মাঠের কাছে, (৪৬ পি.আর./৫৩২/২৮৮) মৌজা - সেখপুরা, জেএল নং ১৭২, আরএস দাগ নং ১৭১, আর.এস. খতিয়ান নং ৫/১, ৫/৩, ৫/৫, ৫/৬, ৬/২, ৬/৩, ৬/৫, ৬/৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫৭, ১৫৫৮, থানা - মেদিনীপুর, মেদিনীপুর পৌরসভার অধীনে, ২৩ নং ওয়ার্ড, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, **শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ এবং শ্রী কার্তিক ঘোষ এর নামে আছে** বিক্রয় দলিল নং ৩৮৪২/২০০৮ এবং ০৪৬৯০/২০০৯ অনুসারে। **সীমানা**: উত্তর - অন্যদের ভবন, দক্ষিণ - অন্যদের ভবন, পূর্ব - অন্যদের ভবন, পশ্চিম , ফ্লাইওভার অভিমুখী রাস্তা / সার্কিট হাউস । **ঘ) ঝুলন ঘোষ এবং কার্তিক ঘোষ** **ঙ) UBINKOLARB8330B**	ক. ৭৫,১০,০০০.০০ টাকা খ. ৭,৫০,০০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৭৫,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	**৮,২২,২৪,৫২১.১৬ টাকা** (আট কোটি বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত একুশ টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	**ক) এসএ নং: ৫২/২০২২ ডিআরটি-২, কলকাতা** **খ) প্রতীকী দখল**

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায়....

ভারত শক্তিশালী হলেও হারানোর ক্ষমতা রাখি

হুঁশিয়ারি পাক ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। শুধু দুবাই নয়, ম্যাচের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে দুই দেশেও। এখন থেকেই ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে খুশদিল শাহ জানিয়েছেন, বিপক্ষ শক্তিশালী হলেও তাঁদের মোটেই হিসাবের বাইরে রাখা যাবে না।

এক ওয়েবসাইটে খুশদিল বলেছেন, ভারতের বেশ ভাল, শক্তিশালী একটা দল রয়েছে। তবে সব দলকেই হারানো যায়। ভারতকেও হারাতে পারি আমরা। যদি নিজেদের সেরাটা খেলাটা খেলি তা হলে সম্ভব। দলের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা রয়েছে। সেটা ভারত ম্যাচেও থাকলে না জেতার কোনও কারণে নেই। নিউ জিল্যান্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে হারার পর ভারতের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে নামছে পাকিস্তান। না জিততে পারলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যেতে পারে তারা। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে থাকার পরিসংখ্যান কিছুটা স্বস্তিতে রাখছে পাকিস্তানকে।

মহারণ নিয়ে খুশদিল বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান খেলতে নামলে গোটা বিশ্ব দেখে। যে চাপ ভাল সামলাতে পারে সে-ই জেতে। আমরা একটা ম্যাচ হারলেও প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছি। ভারতকে হারালে পরের রাউন্ডে যেতেও পারি। তাই আমাদের হিসাবের বাইরে রাখবেন না।

তবে খুশদিলের একটি মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নিউ জল্যান্ড ম্যাচের পরে খুশদিল বলেছিলেন, আমি নিজেই জানি না কী ভাবে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পেলাম। গত দু'বছর ধরে নির্বাচকেরা আমার দিকে তাকায়নি। এ বার কোন যুক্তিতে আমাকে নেওয়া হল জানি না।

ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ ঘিরে বেটিং, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতেই সক্রিয় ক্রিকেট বেটিং চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার পানাজির কাছে পিলেরনে গ্রামের একটি বাড়িতে হানা দেয় গোয়া পুলিশ। সেখান থেকে হাতেনাতে ধরা পড়ে তিন জন। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃতেরা কেউই গোয়ার বাসিন্দা নন। কর্মসূত্রে তাঁরা পানাজিতে থাকেন। আদতে সকলেই গুজরাতের বাসিন্দা। ধৃতদের নাম মাকসুদ মোদান (২৮), আসিফভাই জিয়াউদিনভাই (২৫) এবং রিজভান ভাশ (২০)। চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, ইন্টারনেটের একটি রাউটার এবং নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, খ তিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে হাজির করানো হয়। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু করেছেন রোহিত শর্মারা।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে কলকাতায় ১৫টি স্টেশনে টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম এবং এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেমের উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ৪৭৬,০২,৩৪,০৩৮.২০। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ১১/০৪/২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টায় (আইএসটি)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার -এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. : ইএলএম ১১৩_ইসিএসটিভিএস_এনএস_ডিটি৪-৪-২৪

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work
WBMAD/ULB/ RSM/561/24-25 Dated 21.02.2025	Supply of Autocad LT 2024-25 commercial new single user ELD for 9 users for the duration of 3 years for Rajpur-Sonarpur Municipality.

Bid Submission end date: **03.03.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया — Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
কর্মরত : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেল: ubin0554731@unionbankofindia.bank

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইন অধীনে)

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) মালিক/গণের নাম ঘ) সম্পত্তি আইডি (বাঙ্কনেট পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাকের বর্ধিতকরণ এবং ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
২৬.	**ক. মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **খ. সম্পত্তি লট-১ : জমি ও বিল্ডিং** যা অস্থাশোল মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১৪১, এলআর দাগ নং ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৪, ৯৯৫ এলআর খতিয়ান নং ৫৭২, নতুন এলআর ৭৫০, আমডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - তালডাঙ্গা, জেলা - বাঁকুড়া, **মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ এর নাম আছে**। জমির এলাকা ৪.৪৪ একর বা ৪৪৪ ডেসিমেল। **সীমানা:** উত্তর - বাঁকাদহ-তালডাঙ্গারা রোড, দক্ষিণ - বনভূমি, পূর্ব - পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম - অন্যদের কৃষি জমি **এবং** **প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি : (১)** লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডার) - ১টি **(২)** লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডারের বর্ধিত)- ১টি **(৩)** স্টিলের সংকুচিত গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য ড্রাম - ১০টি **(৪)** লোহা বা স্টিলের তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপ সঞ্চয়কারী সিলিন্ডার)- ২টি **(৫)** লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরলীকৃত গ্যাসের জন্য পাত্র (নিম্ন চাপের এইচ/এক্সচেঞ্জার সিলিন্ডার) - ২টি **(৬)** কেসি ৪ কম্প্রেসার ইন্ডাকশন মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৯৪ - ১টি **(৭)** ৯৩ কেডব্লিউ ১২৫ এইচপি কম্প্রেসার, আরপিএম-১৪৫৮, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং ওকেই১৪ডব্লিউ১২ - ১টি **(৮)** ১২৫ এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ২১৬০২০২৪- ১টি **(৯)** কেসি৪ কির্লোস্কার কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৮৪ - ১টি **(১০)** ১২৫ এইচপি মোটর,প্রস্তুতকারক- সিমেনস, নং ৩৯৫১৪৫ - ১টি **(১১)** ১২৫ এইচপি মেইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ২১৬০২০২৫ - ১টি **(১২)** এইজিপি ৬৮০টিসি ডিজেল ইঞ্জিন, অশোক লেল্যান্ড প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০১ আরপিএম ১৫০০ - ১টি **(১৩)** কেসি ৩ কে কির্লোস্কর কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ৩৩৭কে০৯০ - ১টি **(১৪)** কির্লোস্কার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার মোটর, নং বিকেএফ- ৫৬ডব্লিউ-৪০ - ১টি **(১৫)** ১২৫ এইচপি এমইআই স্লেটার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং. ২১৬০১০৪ - ১টি **(১৬)** ৯০ কেডব্লিউ মোটর, আরপিএম ১৪৬, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার - ১টি **(১৭)** স্টেটার এমইআই ১২৫ এইচপি এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- মেইআই, নং ২১৬০১০৪ - ১টি **(১৮)** ৭.৫ x ৭.৫ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক-সুপার মেক, নং ৬৫৫ আরপিএম ৩৭৫/৪০০ - ১টি **(১৯)** ৫৫ কেডব্লিউ ৭৫ এইচপি আরপিএম ১৪৭০, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. জেকে৬৫৫১১৯ - ১টি **(২০)** ১২৫০এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৬০২০২৩ - ১টি **(২১)** কির্লোস্কর অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর ১২৫ এইচও, নং. সিএইচডি৩১২৫০-২১ - ১টি **(২২)** ডিজেল ইঞ্জিন এএলজিপি ৬৮০, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং এনইআইএ/ইএনজি/০০০২ - ১টি **(২৩)** ৮২.৫ কেভিএ, কির্লোস্কার অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং সিএইচডি-৩০৮২৫-৬৮ - ১টি **(২৪)** এএলইউ ৪০০ ডিজেল ইঞ্জিন, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০৩ - ১টি **(২৫)** ২৫০ কেভিএ অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- অল্টারনেটর, নং ডিইএজি০০৪৪ - ১টি **(২৬)** কির্লোস্কার ৬এসএল৮৮০০টি, ডি সেট ২২৮ কেডব্লিউ ৩১০ বিএইচবি, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. এফ৬২৭০১/ ০২০০০৮৬ - ১টি **(২৭)** ৩ সংখ্যক ১৫ কিলোওয়াট মোটর ১ আরটি ৪৬ এক্সভি ২৪২,৫২২) সিআরটি৪৬/এক্সভি ১৬৯ ৩) সিআরটি ৪৬/এক্সভি ২৪৪, প্রস্তুতকারক- সিআরটি, নং আরটি৪৬ - ৩টি **(২৮)** ৬" x ৬", প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১ - ৩টি **(২৯)** ৫০০ কেভিএ জিএলওই এসটিজেড ৩ ফেজ ইনপুট ২৪০ আউটপুট ৪৪০, প্রস্তুতকারক-গ্লোব, নং ৫০০ কেভিএ - ১টি **(৩০)** ৫০০ কেভিএ ভোল্টআম্প ট্রান্সফরমার, প্রস্তুতকারক-ভোল্টাম নং. ভিই/১৩০/১৬১৭ - ১টি **(৩১)** রিসিভার ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- ২০০৬, নং ১ - ১টি **(৩২)** কনডেন্সর ১২ সংখ্যক x ৪ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং। - ১টি **(৩৩)** তেল বিভাজক ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১ - ১টি **(৩৪)** সার্চ ড্রাম ৬ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১ - ১টি **(৩৫)** বাঙ্কার কয়েল, প্রস্তুতকারক- এনএম, নং এনএম - ১টি **(৩৬)** সাকশন ট্যাপ, ২৪ টিএপি, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১ - ১টি **(৩৭)** সকল কেবল, এইচটি এবং এলটি, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১ - ১টি **(৩৮)** সকল পাইপ ভালভ ফিটিং ফ্লুঞ্জ, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১ - ১টি **(৩৯)** সকল সুইচ প্যানেল বোর্ড মেইনসুইচ ক্যাপাসিটর এসিবি এবং অন্যান্য, প্রস্তুতকারক - লোকাল, নং ১ - ১টি **(৪০)** সিলিং প্যান, প্রস্তুতকারক - বিভিন্ন, নং ১ - ১টি **(৪১)** মোটর কনভেয়ার বেল্ট সহ লিফট , প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ১ - ১টি **(৪২)** কির্লোস্কার কম্প্রেসার কেসি-৪, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার কম্প্রেসার কেসি-৪, নং ৩৩৮কে৩০৫৩ - ১টি **(৪৩)** এএলইউ৬৮০/১০৪, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং এএলএইচবিএম-৪৮৬৯ - ১টি **(৪৪)** ৯০ কেডব্লিউ/১২০ এইচপি মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. আরকেএফ১২৫১৯ - ১টি **(৪৫)** কেসি এক্স ৬ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. আরকেএফ১২৫১৯ - ১টি **(৪৬)** ১৩২ কেডব্লিউ/১৮০ এইচপি আরএলওএসআর মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ইকেএফ১২৮ডব্লিউ-২০ - ১টি **(৪৭)** এমইআই স্টার্টার, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৮০০১২০৫১ - ১টি **(৪৮)** ১৮০ এইচপি/১৩২ কেডব্লিউ ১৪৪০ আরপিএম এসপিডিপি স্লিপিং এসি ইন্ডাকশন মোটর ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০এইচজেড, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং. ইকেএফ১২৮ডব্লিউ২০ - ১টি **(৪৯)** ১৮০ এইচপি ম্যানুয়ালি অপারটেড অয়েল ইম্মার্সড ৩/ডি স্টার্টার এমই৯ প্রস্তুতকারক ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০ এইচজেড **গ. মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** **ঘ. UBINKOLARB8330C**	ক) ৮,২২,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৮২,২৩,৬০০.০০ টাকা	দর বৃদ্ধির পরিমাণ ৮,২২,৩৬০.০০ টাকা সহ ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ	৮,২২,২৪,৫২১.১৬ টাকা (আট কোটি বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত একুশ টাকা এবং যোলো পয়সা মাত্র) ৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয় এবং খরচ।	ক) এসএ নং : ৫২/২০২২ ডিআরটি - ২, কলকাতা খ) প্রতীকী দখল

যে কোনও প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : অনুমোদিত অফিসার
এএফএম নাজমুল হক (এজিএম), মোঃ- ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০, ৯৩৯৮৩ ২০৬৫৫

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং এছাড়াও **বাঙ্কনেট পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **বাঙ্কনেট ইকমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন বাঙ্কনেট হেল্পডেস্ক ৮২৯১২ ২০২২০ এবং ই-মেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com -তে। পরিচালন/ রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে https://baanknet.com, আর্থিক / ইএমডির অবস্থা জানতে https://baanknet.com। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২ ২০২২০' দেখুন বাঙ্কনেট পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে''** বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট (ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx, এবং www.unionbankofindia.co.in (খ) https://baanknet.com দরদাতারা https://baanknet.com দেখতে পারেন,** যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ''নির্দেশিকা'' পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **বাঙ্কনেট পোর্টালে** লগ অন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১১.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় : **দর করার আগে নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দেওয়া হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক / ম্যাপ করা হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে সম্পত্তি আইডি সহ ইএমডি পরিমাণ জমা ও লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. পরিদর্শনের তারিখ : **১০.০৩.২০২৫ বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **বাঙ্কনেট** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/- **টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নং AAACU0564G বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২১.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 65/WS/ Eng/25 Dt. 20.02.25
N.I.E. ET. No. 66/WS/ Eng/25 Dt. 20.02.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

NABADWIP MUNICIPALITY
Nabadwip : Nadia

Short Quotation Notice

e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/PHC/NIQ-6e/2024-25
Tender ID 2025_MAD_817825_1
Last Date of submission Quotation
11.03.2025 at 6.00 PM
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov website **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http:// nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. development work(s) under **15th FC** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-17/2024-25, Dated: 19.02.2025.** Bid submission end date: **28/02/2025 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **03/03/2025 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/510/24-25/ 2nd Call Dated 21.02.2025	Reparing of Old Drain and RCC Slab Casting at Ghasiara, Vivekanandapally, Uttarayanpally, Rupnagar , Ghoshpara and Badamtala in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,29,190.00
WBMAD/ULB/ RSM/560/24-25 Dated 21.02.2025	Bulla Pilling at Mach Bazar to Katipota F.P.School in Ward No-02 & 03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 4,80,615.00

Bid Submission end date: **03.03.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-22/2024-25, Sl. 1 (3rd Call), WB/ HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-28/ 2024-25, Sl. 1-2 (1st Call), Date-19.02.2025 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-23/2024-25, Sl. 1-2 (3rd Call), Date-20.02.2025. Bid Submission Start Date : **20.02.2025 (NIT-22, 28), 21.02.2025 (NIT-23) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **28.02.2025 (NIT-22, 28), 03.03.2025 (NIT-23) up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **03.03.2025 (NIT-22, 28), 05.03.2025 (NIT-23) at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No.16/DGP/2024-25.** With Vide Memo **No. - 107/DGP/15THCFC/ 2024-25, Dated:-19-02-2025,** The Last date for online submission of tender is **26/02/2025 upto 03.00 P.M.** For details, please visit website: - **htpps:// wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-176 (2nd Call)/24-25, 203 (2nd Call)/ 24-25, 204(2nd Call)/24-25 and NIeT- 310 to 315/ 2024-2025 Dated- 21-02-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electrical works at Burdwan, Murshidabad, Howrah, Kalimpong, Jalpaiguri and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http:// wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **22-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **10-03-2025 upto 3.00 pm**
Date: 21.02.2025 **Sd/- Executive Engineer**

e-Tender Notice

E Tender Notice invited by The Pradhan Deypara Gram Panchayet, Deypara, Nadia. e-Tender No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-15/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied Grant) Memo No:-077/DEY/2024-25 Date: 21/02/2025 Last Date Of Submission 02/03/2025 at 11.00 A.M. & Technical Bid Opening Date 04/03/2025 11.00 A.M.

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-ইডিএএস-এইচকিউ-২০২৫, তারিখ ২০.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরে ই-ড্রইং অ্যাপ্রুভাল সিস্টেমের ব্যবস্থাকরণ এবং এসঅ্যান্ডটি ড্রইং অফিসের উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৭৫,৫৬,৭৩৬.১১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৫১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৮.০২.২০২৫। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৩.২০২৫ তারিখ, দুপুর ৩টা। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০২.২০২৫ তারিখ, সন্ধ্যা ৬.০৯ মিনিট।

(HWH-623/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites sealed tender vide memo no. **07/CM/PWD/ CT/ PT/2024-25, Dt:-17.02.2025** for various construction works. For further details please visit **www.chakdahamunicipality.com**

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এএসএন/I/০৭ অফ ২০২৪-২৫ ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ২০.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** অন্ডাল জংশন-সীতারামপুর ভায়া বারাবানী ও তপসী ৩য় লাইনের জন্য অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান, ইয়ার্ড প্ল্যান, মাইনর ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ, ফুট ওভার ব্রিজের ড্রইং, লেভেল ক্রশিংয়ের ড্রইং, অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত হাইড্রোলজিক্যাল ও জিওটেকনিক্যাল -এর অনুসন্ধানমূলক কাজ, বৈদ্যুতিক সহ সমস্ত কাজের জন্য ইপিসি টেন্ডার নথির ব্যবস্থা ও জমা, টিআরডি এবং এসঅ্যান্ডটি কাজ সমেত সমস্ত সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং বিশদ এস্টিমেটের এসঅ্যান্ডটি কাজের প্রস্তুতির জন্য সর্বাঙ্গীণ ডিপিআর-এর চূড়ান্ত অবস্থান সার্ভে পরিচালনা, ট্রাফিক সার্ভে জমা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ০.৮০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৫৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৩.২০২৫-এ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে।

(CON-89/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/০৫, তারিখ ঃ ২১.০২.২০২৫, ''ই'' প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং, খোলার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ এবং প্রদেয় বায়না অর্থ** নিম্নরূপ ঃ **১. ৬৬২৫৫০০৩,** ১২.০৩.২০২৫, পুরোনো সিএসএম/ডুয়ো ইত্যাদির জন্য টাংস্টেন কার্বাইড টিপড ট্যাপিং টুল (টিসিটিটি) ইত্যাদি। ১৫ সেট, ₹ ১,৫২,৯১০। **২. ৩৩২৪৩৪৪৫এ,** ২৮.০২.২০২৫, এএআর ''এইচ'' টাইপের জন্য সিবিসি কাপলার বডি অ্যাসেম্বলির স্ফেরোইলাস্টিক রাবার বিয়ারিং। ৩২৮টি, ₹ ১,৫৭,০৩০। **৩. ৮১২৪১৮৬৯ই,** ০৩.০৩.২০২৫, আইএস ঃ ৩০৯/২০২৩ (৫ম রেভ.), গ্রেড-৩ অনুসারে তরল অক্সিজেন গ্যাস। ৬১০৬৫১ ঘন মিটার, ₹ ২,৮১,৭৫০। **৪. ৮১২৪১৮০এ,** ০৩.০৩.২০২৫, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য (অটোমোটিভ-এ ব্যবহার ব্যতিরেকে) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ইত্যাদি। ১৮১৩১৭ কেজি, ₹ ৩,০৭,৬৯০। **৫. ৩৮২৫১৫৬২,** ১১.০৩.২০২৫, ওয়াগন ইত্যাদি এয়ার ব্রেক-এর ভেন্ট সমেত কাট অফ অ্যাঙ্গেল কক ইত্যাদি। ১৩৩৬৬টি, ₹ ২,০২,২০০। **৬. এডি২৫৫০৫৩,** ১০.০৩.২০২৫, এলএইচবি কোচসমূহ ইত্যাদির সেকেন্ডারি সাসপেনশনে এয়ার স্প্রিং-এর জন্য বগি ফ্রেম অ্যাসলি (মেশিনড), ১৮টি, ₹ ১,১৭,১২০। **৭. ৬৬২৪৫০২৩এ,** ০৫.০৩.২০২৫, প্লাসের নির্মিত, বিবিধ দফাসমূহ। টেন্ডার সূচি অনুযায়ী, ₹ ৪,৪৫,৭২০। **৮. জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৪২৯১৮,** ০৬.০৩.২০২৫, পণ্য পরিবহন পরিষেবা - মাসিক ভিত্তিতে পরিষেবা - রাজ্যের বাইরে, ভারতীয় রেলওয়ের স্পেয়ার্স সামগ্রী, ওপেন বডি এলসিভি ট্রাক। ১টি, ₹ ১,০৫,৮৪০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-1167) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

Government of West Bengal
Press Notice

e-Tenders are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for execution of soil conservation works vide- **NIT No-04 (e)/Soil Cons.- Extn/2024-25; Dt-18/02/2025** &. Quatation are invited vide- **NIQ No-02/Soil Cons.- Extn/ 2024-25 Dt- 19/02/2025.** For details please visit: **www.wbtenders.gov.in** for the eTender and for NIQ please office of the undersigned / **purulia.gov.in**

Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservatiory Purulia

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly

e-Tender Notice

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 06/ BAB/CFC-SFC/2024-25, Date: 21.02.2025.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

Khadi India

KHADI GRAMODYOG BHAVAN
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA
24, Chittaranjan Avenue, Kolkata-12, Phone: (033) 2237 6339

SEALED TENDER NOTICE

A Special Khadi Exhibition is going to be organized by Bengal Federation of Certified Khadi Institutions under the aegis of **Khadi Gramodyog Bhavan, Kolkata at "Corporation Ground (Gandhi Maidan)", City Centre, Durgapur from 19/01/2025 to 27/01/2025.** Sealed Tenders are invited from the registered Professional Agencies / Contractors / Organizers with sufficient credential of during the last three years from any Govt. or Semi Govt. Agency with proven track record in handling assignments viz. (i) Erection of Stall, ii) illumination of Exhibition auditorium iii) arrangement of necessary permission from local administrative authorities (iv) Printing & Publicity Work & ancillary works.

Interested parties may submit their offers for the entire work in sealed envelope quoting separate rate, logistic arrangement charge, obtaining statuary clearance and for printing and publicity work etc. or only publicity or only printing work.

The offer should be submitted in prescribed format along with **Earnest Money of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand) only** payable by Demand Draft in favour of **"Bengal Federation of Certified Khadi Institutions" payable at Berhampore, Murshidabad.** The tender box will remain at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B. The separate prescribed Tender Form will be available at a cost of **Rs. 2000/- payable in cash** at the above address within working hours **last date for submission of Tender is 16/01/2025 by 2.00 p.m. and the Tender opening on the same day right at 2.30 p.m.** at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B.

The authority reserves the right either to accept or reject any or all of the offers without assigning any reason whatsoever.

Sd/- General Secretary
Bengal Federation of Certified Khadi Institutions

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

শারদীয় দুর্গা নয়, বিভূতিভূষণের দুর্গাই

প্রথম বিশ্বভুবনজয়ী !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাঙালির মূল্যবোধে নারীর অস্তিত্ব মূলত দেবী আর দাসীত্বে আবর্তিত । শ্রেষ্ঠত্ববোধে নারীর পরিচয় দেবীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যও বর্তমান । অব্রাহ্মণ হলেই দেবী দাসী হয়ে ওঠে । অন্যদিকে দাসীর দীনহীন প্রকৃতি হলেও তার মধ্যে মানবিক অস্তিত্বই স্বাভাবিকতা লাভ করে । সেক্ষেত্রে দেবীত্বের অসাধারণত্ব শুধু সম্ভ্রম জাগায় না,বরং দূরত্বও তৈরি করে । বাস্তবের রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় সেখানে অপ্রত্যাশিত । দেবীত্বের মুখোশে তার মানবীজীবনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । সেখানে রাধার পরকীয়া তত্ত্ব যাও-বা সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেছে,স্বকীয়ায় তা মেলেনি । বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রসের সেরা মধুর । সেখানে বাৎসল্য রসের আবেদন মুখর হয়ে ওঠে না। ননীচোরা বালগোপালের পরিচয় জন্মাষ্টমীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে । অন্যদিকে শাক্ত পদাবলিতে বাৎসল্য রসই রসিক বাঙালিকে আপন করে নেয় । বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার অচিরেই থেমে যায়,শাক্ত ধর্মও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । অথচ উমাকে নিয়ে বাঙালি উন্মাদনা আজও সচল । শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র আবর্তিত বাঙালি জীবনে দুর্গার মধ্যে উমা রূপের পরিচয় সমুজ্জ্বল । এই উমা বাঙালির ঘরের মেয়ে । বাংলা সাহিত্যেও আমরা অন্য এক উমাকে পাই, সেও এক দুর্গা,বাঙালির রক্তমাংসের মানবী মূর্তি । সে প্রতিমা হয়ে ওঠেনি,তাকে মানুষ করেই গড়ে তোলা হয়েছে ।

সেই অন্য দুর্গা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’র অপুর দিদি,আমাদের শৈশবের চিরকেলে সাথী। বাংলা সাহিত্যে নারীর নানারূপের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে । বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিজাত নবচেতনায় নারী জীবনের পরিচয়ে প্রগতিশীল মানসিকতা আন্তরিক হয়ে ওঠে । সেই নবচেতনায় প্রথম আলোকিত ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন

বিস্ময়মুগ্ধ বালক অপুকে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় করেই তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি, প্রকৃতির অবারিত খাদ্যের আস্বাদনে ভরপুর জীবনের হাতছানিতের তার শৈশবেই অপু প্রকৃতির রূপসুধার পাঠ পেয়েছিল । অবজ্ঞা অবহেলায় দুর্গা চরিত্রটিই সেখানে সজীব হয়ে ওঠে । অপুর কল্পনাপিয়াসী বিস্ময়মুগ্ধতা তাকে যেমন সাধারণে অসাধারণ করে তোলে, তেমনই দুর্গার অতি সাধারণ প্রকৃতিকেই একান্ত আপন মনে হয়। বিভূতিভূষণ কোনো ভাবেই দুর্গাকে অসাধারণ করে তোলেননি । তার পেটের ক্ষুধা,মনের অতৃপ্তি,চোখের লোভী চাউনি কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। অশিক্ষায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মনের চলনে তার ঘরের অবজ্ঞা তাকে পর করে তুললেও বনে বাদাড়ে সে নিজেকে খুঁজে নেয় । বনজঙ্গলের ফলমূলে সে তার রসনাতৃপ্তি করে, অভাববোধে চুরি করেও অস্বীকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখে ।

দণ্ডই নারীর ছকবন্দি জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পরিচয়কে নিবিড় করে তোলেন। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর প্রমীলা বা মন্দোদরী থেকে ‘বীরাঙ্গনা’র বীরাঙ্গনা সবেতেই তার পরিচয় মুখর । অথচ সেখানে নারীর শৈশবই উপেক্ষিত । আবার বাংলা গীতিকবিতার ধারায় নারীর প্রেয়সী ও শ্রেয়সী রূপের পরিচয়েও তা অপ্রাসঙ্গিক । সেখানে নারীকে নিয়েই ‘মহিলা কাব্য’ রচিত হয়েছে । নারীর কন্যা-বধূ-মাতাকে নিয়ে কাব্যচর্চা হলেও শৈশবে বেড়ে ওঠা জীবনের কথা গুরুত্ব লাভ করেনি। সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরের ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’-এ প্রভাবতীর মৃত্যুশোকেও শৈশব জেগে ওঠে না । রবীন্দ্রনাথের গল্পেও নারীজীবনের দুঃখ কষ্ট উঠে এলেও তাতে শৈশব পুরুষের ছায়াতেই কায়া বিস্তার করে । শরৎচন্দ্রের মধ্যেও নারীর দ্বৈত সত্তা। একটি মাতৃরূপা,অন্যটি নারীরূপা। রবীন্দ্রনাথের নারীত্বে প্রেরণাস্বরূপ মাধুর্য ও পুরুষের লীলা সঙ্গিনীরূপ লালিত্য গুণ বর্তমান । সেখানে ‘কাবুলিওয়ালা’র মিনি ছাড়া কারও শৈশব বাঙালিমানসে নিবিড় নয় । আর সেখানেই বিভূতিভূষণের দুর্গা শুধু অভিনব নয়,নারীর আকাঁড়া শৈশবের মানসপ্রতিভূ।

আসলে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অজান্তেই অভিনব সংযোজন করেছেন । দুর্গা তাঁর অভিনব সৃষ্টি । ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই দুর্গা ছিল না। যা ছিল,তাও তাঁর সৃষ্টি । তাঁর ‘পুইমাচা’ গল্পের ক্ষেন্তিতে দুর্গার শুভ সূচনা । অন্যদিকে ‘পথের পাঁচালী’র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে দুর্গা চরিত্রটিই ছিল না । বিভূতিভূষণ পরে বিহারের এক দেহাতি কিশোরীকে দেখে দুর্গা চরিত্রটি গড়ে তোলেন । বাংলার ধুলোমাটিতে গড়ে তোলা দুর্গা অপুর বৈপরীত্যে সজীব হয়ে উঠলেও তার অনন্যতা স্বকীয় বিশেষত্বে প্রতীয়মান । এজন্য অপুর দিদির সম্পর্কেই চরিত্রটি নিঃস্ব হয়ে যায়নি,একাকীই বাঙালি নারীর শৈশবের বাতিঘরটি সে জ্বেলে দিয়েছে । শুধু তাই নয়, তার মধ্যে কল্পনাপিয়াসী ভাইয়ের জীবন রক্ষা করার সহজাত মাতৃত্ববোধের পরিচয়ও বর্তমান । বিস্ময়মুগ্ধ বালক অপুকে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় করেই তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি, প্রকৃতির অবারিত খাদ্যের আস্বাদনে ভরপুর জীবনের হাতছানিতের তার শৈশবেই অপু প্রকৃতির রূপসুধার পাঠ পেয়েছিল । অবজ্ঞা অবহেলায় দুর্গা চরিত্রটিই সেখানে সজীব হয়ে ওঠে । অপুর কল্পনাপিয়াসী বিস্ময়মুগ্ধতা তাকে যেমন সাধারণে অসাধারণ করে তোলে, তেমনই

দুর্গার অতি সাধারণ প্রকৃতিকেই একান্ত আপন মনে হয়। বিভূতিভূষণ কোনো ভাবেই দুর্গাকে অসাধারণ করে তোলেননি । তার পেটের ক্ষুধা,মনের অতৃপ্তি,চোখের লোভী চাউনি কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। অশিক্ষায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মনের চলনে তার ঘরের অবজ্ঞা তাকে পর করে তুললেও বনে বাদাড়ে সে নিজেকে খুঁজে নেয় । বনজঙ্গলের ফলমূলে সে তার রসনাতৃপ্তি করে,অভাববোধে চুরি করেও অস্বীকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখে । অথচ ভাইটির প্রতি তার গভীর টান,অনন্ত প্রত্যাশা । এভাবে নির্বিরোধী মনোভাবে চিরকেলে ভাইবোনের শৈশবের পরিচয় আমাদের আবেগঘন করে তোলে । বিভূতিভূষণের দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নয়, উমাও নয়,একান্তই ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গা । জীবনের পাঁচালিতে তার সজীব প্রকৃতির অভাব দীর্ঘ দিনের। পল্লিবাংলার ঘরের মেয়েদের শৈশবের পরিচয় মিটিয়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃত অর্থেই শারদ সাহিত্য উপহার দিয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৯-এর মহালয়ার দিনেই ‘পথের পাঁচালী’ বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃন্ময়ী নয়,চিন্ময়ীও নয়,একেবারেই বাংলার ঘরের মেয়ে এই দুর্গা । বিভূতিভূষণের দুর্গা অপুর কাছে শুধু রেলগাড়ি দেখতে চেয়েছিল। সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমায় রেল দেখার জন্য কাশবনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলা অপুদুর্গাকে দেখিয়েছেন । বিভূতিভূষণের দুর্গার মধ্যে সুপ্ত বাসনাকেই সত্যজিৎ মূর্ত করে তুলেছেন । সেই শরতের কাশফুলেই দেবী দুর্গা জেগে ওঠে,অন্য দুর্গাও হাতছানি দেয় । সে দুর্গা মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে গড়ে তোলা অপূর্ব মানসী স্বরূপা । তার শরীরে মাটির গন্ধ, মুখে বাংলার আকাঁড়া রূপ,মনে জীবনের সতেজতার পরম পরশ । আর হৃদয়ে বেঁচে থাকার সকরুণ আর্তি । বিভূতিভূষণ সর্বজয়ার আত্মজা করেই দুর্গাকে সৃষ্টি করেছিলেন । বেঁচেবর্তে থাকার জীবন সংগ্রামেই আত্মতৃপ্ত বাঙালি নারীর সত্তায় আমৃত্যু সংগ্রামী। তাদের শৈশব থেকেই ধনে-মনের দারিদ্রের অসুরের সঙ্গে লড়াই করেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয় । দুর্গা সেই লড়াইয়ে অপরাজিতা । তার মৃত্যু হলেও জীবনীশক্তিতে সে দারিদ্রপীড়িত বাঙালির চিরকালীন শিশুসাথী।

শতবর্ষের আলোকে
সার্কাস রমণী সুশীলা সুন্দরী

অরিন্দম ঘোষ

সার্কাস বর্তমানে এক বিলুপ্তপ্রায় শিল্প। পশুপাখির খেলা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র জিমন্যাস্টিকসের খেলায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে সার্কাসের তাঁবুগুলোতে। সার্কাসের জন্ম ঠিক কবে থেকে হয়েছিল, সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা খুব কঠিন।

সার্কাসের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে সার্কাসের আগমন ঘটে ব্রিটিশদের হাত ধরে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে রোমান উইলিয়াম সিরিন নামক এক ইতালীয় সার্কাস দল ভারতের কেরল রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং সার্কাস প্রদর্শন শুরু করে।সেই অর্থে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে সার্কাস ইতিহাসের জন্মভূমি হলো কেরালা। তবে তিলোত্তমা কলকাতা শহরের বুকে প্রথম গড়ে ওঠা সার্কাস অবশ্যই ‘ন্যাশানাল সার্কাস’ । ১৮৮৩ সালে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত এই সার্কাসের জীবনকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

এই সার্কাসকে সঠিকভাবে রূপদান করার পূর্ণাঙ্গ কৃতিত্বের দাবিদার প্রিয়নাথ বসু। পরবর্তীকালে কলকাতার শিমলে অঞ্চল থেকে নেবুতলা পর্যন্ত গোটা পঞ্চাশেক ব্যায়ামের আখড়া গড়ে তুলে তিনি প্রশিক্ষণ দিতেন। তবে তাঁর মন সর্বদাই পড়ে থাকত সার্কাসের দিকে। মনে মনে স্বপ্ন ভবিষ্যতে তিনি সার্কাসের দল গড়ে তুলবেন। বাড়ির লোক বাধ সাধলো এক্ষেত্রে। এদিক - ওদিক থেকে সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশে। শুরু হলো কঠোর জীবন সংগ্রাম। জিমন্যাস্টিকস জানাই ছিল। মাটিতে চাটাই পেতে, আগুনের সাহায্যে আলো জ্বালিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন।বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে , জমিদার বাড়িতে খেলা দেখিয়ে চলতে লাগলো অর্থ সংগ্রহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কলকাতায় ফিরে আসার পর জমানো রোজগারের অর্থ দিয়ে সার্কাসের জন্য সাজসরঞ্জাম কিনলেন। সঙ্গে জোগাড় করলেন কয়েকজন ক্রীড়া কুশলীকে। জোর কদমে চলতে লাগলো প্রশিক্ষণ। অবশেষে ১৮৮৭ সালে স্বপ্ন সার্থক হলো। গড়ে উঠলো ‘ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস ‘। কেবলমাত্র দেশের মধ্যেই নয়, ধীরে ধীরে বিদেশেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো।

এই গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে একজন অত্যন্ত দক্ষ কুশলী ছিলেন সুশীলা সুন্দরী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অনেকের কাছেই হয়ত কল্পনা করা কষ্টসাধ্য যে, সেইসময় সমাজের রক্তচক্ষুকে

উপেক্ষা করে একজন মহীয়সী রমণী নিজ সাহসের ওপর ভর করে অসামান্য দক্ষতায় খেলা দেখিয়ে চলেছেন। এইজন্য সময়ে -অসময়ে নানারকম অপবাদ হজম করতে হয়েছে তাঁকে। সুশীলা সুন্দরীর জন্ম ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রাম বাগানের এক পতিতাপল্লিতে। তাঁর মায়ের পরিচয় সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। পেটের দায়ে তিনি সার্কাস দলে নাম লেখান। সাথে সুশীলা দেবীর বোন কুমুদিনী দেবী। প্রিয়নাথ বসুর দল কোনো এক সময় সার্কাসের খেলা প্রদর্শন করতে মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় গিয়েছিলেন। শোনা যায় , সেখানকার মহারাজা সেই খেলা দেখে এতটাই প্রীত হন যে তিনি সার্কাস দলকে দুটো বাঘের বাচ্চা উপহার দেন। এই দুই উপহার পাওয়া ব্যাঘ্র শাবককে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে ধরে নিয়ে হিন্দু দেবতার নামে নামকরণ করা হয়। পুরুষ শাবকের নাম রাখা হয় ‘ নারায়ণ ‘ আর নারী শাবকের নাম ‘ লক্ষ্মী ‘। এই দুই বাঘের বাচ্চাকে নিয়ে আরম্ভ হলো সুশীলার খেলার পাঠ। এর আগে সার্কাসে যে বাঘের খেলা দেখানো হতনা এমনটা অবশ্য নয়। তবে সেখানে চেন দিয়ে বেঁধে এই খেলা দেখানো হতো। সাহসিনী সুশীলা বাঘের খেলা দেখানোর এই খোলনলচেটাই বদলে দিলেন সম্পূর্ণভাবে, সার্কাসের ইতিবৃত্তে যোগ করলেন এক নতুন মাত্রা।তিনি যখন খেলা দেখাতেন তখন বাঘেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতোনা, তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকতো। সার্কাসের মঞ্চে এসে খাঁচায় ঢুকে বাঘের গালে তিনি চুমু খেতেন, বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন, বাঘের মুখ হা করে তাদের চোয়াল দেখাতেন দর্শকদের। বাঘের গায়ে হেলান দিয়ে বসতেন খেলার শেষে। করতালিতে ফেটে পড়ত দর্শকাশন।

আরও এক দুঃসাহসী খেলা দেখাতেন তিনি। সেটা হলো ‘ জীবন্ত সমাধি ‘। সার্কাস রিংয়ের এক কোণে গর্ত খুঁড়ে সেই স্থানে সুশীলাকে কবর দেওয়া হতো। এরপর সেখানে দেখানো হতো ঘোড়ার খেলা। এই খেলা দেখানো শেষ হলে কবরের মাটি ফুঁড়ে হাসতে হাসতে স্টেজের ওপর উঠে আসতেন সুশীলা সুন্দরী। কিন্তু এই খেলা দেখানোর সময় একবার এক ভয়ঙ্কর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে।সার্কাসের শো তখন চলছে পুরোদমে। অন্যান্য দিনের মতো কবরস্থ করা হয় এই ক্রীড়াবিদকে। হঠাৎই প্রবল ঝড়, প্রবল বৃষ্টি শুরু। যে যেদিকে পারলেন দৌড় দিলেন। একাকী কবরে পড়ে রইলেন সুশীলা সুন্দরী। বাড়ি ফিরে প্রিয়নাথের মনে পড়ল কবরস্থ ক্রীড়াকুশলিনীর কথা। দৌড়ে উপস্থিত হলেন সার্কাস প্রাঙ্গণে। সেখানে পৌঁছে এক অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হন তিনি। কারও কোনো সাহায্য ব্যতীত নিজেই উঠেছেন সুশীলা সুন্দরী। একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে কাঁপছেন আর পা দুটো তখনও মাটির গর্তের মধ্যে।

ইতিমধ্যে একটা বাঘের মৃত্যু হলে ‘ ফরচুন ‘ নামে এক নতুন বাঘকে সার্কাস দলে নিয়ে আসা হলো। শুরু হলো সেই বাঘের প্রশিক্ষণ। কিন্তু ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই এই নতুন ক্ষুধার্ত বাঘকে নিয়ে তিনি খেলা দেখানো শুরু করলেন। এই খেলা দেখানোর সময়ই একদিন এই বাঘ এমনভাবে আক্রমণ করে যে কোনরকমে জীবনরক্ষা হলেও সমস্ত শরীর তখন বাঘের থাবায় ক্ষতবিক্ষত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় জখম কুশলীকে। সুস্থ হতে সময় লেগে গিয়েছিল অনেক দিন। তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজের অচলায়তন পাহাড় ভেঙে বেরিয়ে আসা সুশীলা সুন্দরী ১৯২৪ সালে নীরবে , নিভৃতে পড়ি দিলেন পরপারে। সেইসময় তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, বারবার বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক সম্পর্কের সমীকরণে জড়িয়ে দিয়ে বিদ্ধ করে তোলা হয়েছিল তাঁকে। দেখতে দেখতে তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পেরিয়ে এলাম আমরা। আজও কি যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারছি তাঁর অসীম সাহসী পদক্ষেপ আর প্রতিভাকে!